BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (7TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : JUDHDHAIJAN

বুখারী শরীফ

সপ্তম খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

banglainternet.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (সপ্তম খণ্ড)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০০/৪

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0542-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯১

পঞ্চম সংস্করণ

এপ্রিল ২০০৭

বৈশাখ ১৪১৪

রবিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ

সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (7th PART) (Compilation of Hadith Sharif) : Written by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2007

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 160.00 ; US Dollar : 6.00

banglainternet.com

সূচিপত্র

যুদ্ধাভিযান অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
উহুদ যুদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ [হে রাসূল (সা)] স্মরণ করুন..... তারা জীবিকাপ্রাপ্ত	১৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার .... নির্ভর করে	২৫
আল্লাহ্‌র বাণী : যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল ..... ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল	৩০
আল্লাহ্‌র বাণী : স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে..... তা বিশেষভাবে অবহিত	৩১
আল্লাহ্‌র বাণী : এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি ..... উঠিয়ে নিতাম	৩২
আল্লাহ্‌র বাণী : তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা শাস্তি দেবেন ..... তারা যালিম	৩৩
উম্মে সালীতের আলোচনা	৩৩
হামযা (রা)-এর শাহাদত	৩৪
উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা	৩৬
অনুচ্ছেদ	৩৭
যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন	৩৮
যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ..... এবং মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা)	৩৮
উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। ..... নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন	৪১
রাজী, রিল, যাকওয়ান, বিরে মাওনার যুদ্ধ এবং আযাল, ... উহুদ যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল	৪২
খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। ..... শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল	৫১
আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন ..... তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ	৬০
যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাখা গোত্র বনূ সালাবার ..... যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম	৬৪
বানূ মুসতালিকের যুদ্ধ। ..... ইফ্‌কের ঘটনা মুরায়সীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল	৬৯
আনমারের যুদ্ধ	৭০
ইফ্‌কের ঘটনা। ইমাম বুখারী (র) বলেন	৭১
হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত.....সন্তুষ্ট হলেন	৮৩
উকল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা	১০১
যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা ..... এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে	১০২
খায়বারের যুদ্ধ	১০৩
খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ	১২৭
নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষিভূমির বন্দোবস্ত প্রদান	১২৭
খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা) এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর বর্ণনা ..... হাদীসটি বর্ণনা করেছেন	১২৮
যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর অভিযান	১২৮
উমরাতুল কাযার বর্ণনা। আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন	১২৯

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সিরিয়ায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধের বর্ণনা	১৩৩
জুহায়না গোত্রের শাখা 'হুরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর .... যায়িদ (রা)-কে প্রেরণ করা	১৩৬
মক্কা বিজয়ের অভিযান ..... মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর লোক প্রেরণ	১৩৮
মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে	১৪০
মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন	১৪২
মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা ..... জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম	১৪৭
মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল	১৪৮
অনুচ্ছেদ	১৪৮
মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান	১৫০
লায়স [ইব্‌ন সা'দ (র)] বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ..... মুখমণ্ডল মাসাহ করে দিয়েছেন	১৫১
আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল ..... ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু	১৫৮
আওতাসের যুদ্ধ	১৬৪
তায়িফের যুদ্ধ। মূসা ইব্‌ন উকবা (রা)-এর মতে যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে	১৬৫
নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান	১৭৫
নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে জাযিমার দিকে প্রেরণ	১৭৫
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুযাফা সাহ্‌মী এবং আলকামা...... যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়	১৭৬
বিদায় হজ্জের পূর্বে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ	১৭৭
হাজ্জাতুল বিদা-এর পূর্বে 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব এবং খালীদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ	১৮১
যুল খালাসার যুদ্ধ	১৮৫
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ। .... এটি লাখম ও জুযাম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ	১৮৭
জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন	১৮৮
সীফুল বাহরের যুদ্ধ। .... এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবূ উবায়দা (রা)	১৮৯
হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবূ বকর (রা)-এর হজ্জ পালন	১৯২
বনী তামীমের প্রতিনিধি দল	১৯২
বনী তামীমের উপগোত্র বনী আম্বরের বিরুদ্ধে উয়ায়না...... তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন	১৯৩
আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল	১৯৪
বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবন উসাল (রা)-এর ঘটনা	১৯৭
আসওয়াদ আনসীর ঘটনা	২০১
নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা	২০২
ওমান ও বাহরায়নের ঘটনা	২০৩
আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন। ...... আশ'আরীগণ আমার আর আমিও তাদের	২০৫
দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইব্‌ন আমর দাউসীর ঘটনা	২০৮
তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইব্‌ন হাতিমের ঘটনা	২০৯
বিদায় হজ্জ	২০৯
গাযওয়ায়ে তাবূক ..... আর তা কষ্টের যুদ্ধ	২১৯
কা'ব ইব্‌ন মালিকের ঘটনা এবং আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তিনি ক্ষমা করলেন ..... স্থগিত রাখা হয়েছিল	২২১
নবী (সা)-এর হিজর বস্তিতে অবতরণ	২৩০

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ	২৩১
পারস্য অধিপতি কিসরা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ	২৩২
নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত।..... আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে	২৩৩
নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন	২৪৭
নবী (সা)-এর ওফাত	২৪৭
অনুচ্ছেদ	২৪৮
নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইব্‌ন যায়দকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ	২৪৮
অনুচ্ছেদ	২৪৯
নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন	২৫০

তাফসীর অধ্যায়

সূরা আল ফাতিহা প্রসঙ্গে। সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে	২৫৩
যারা ক্রোধে নিপতিত নয়	২৫৪
সূরা বাকারা	**২৫৫**
মুজাহিদ বলেন	২৫৭
আল্লাহ্‌র বাণী : কাজেই জেনেশুনে কাউকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে না	২৫৭
আল্লাহ্‌র বাণী : আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া ..... জুলুম করেছিল	২৫৮
আল্লাহ্‌র বাণী : স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, ... দান বৃদ্ধি করব	২৫৮
আল্লাহ্‌র বাণী : আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে	২৬০
আল্লাহ্‌র বাণী : তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র	২৬০
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর	২৬১
আল্লাহ্‌র বাণী : স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) কা'বা.... আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা	২৬২
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান এনেছি..... নাযিল হয়েছে তার প্রতিও	২৬৩
আল্লাহ্‌র বাণী : নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে.....	২৬৩
আল্লাহ্‌র বাণী : আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি....সাক্ষীস্বরূপ হবেন	২৬৪
আল্লাহ্‌র বাণী : আপনি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করেছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে .... দয়ালু	২৬৫
আল্লাহ্‌র বাণী : আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানো আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।.....অনবহিত নন	২৬৫
আল্লাহ্‌র বাণী : যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে .... জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন	২৬৬
আল্লাহ্‌র বাণী : আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ জানে যেরূপ ... অন্তর্ভুক্ত না হন	২৬৬
আল্লাহ্‌র বাণী : প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে।..... সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান	২৬৭
আল্লাহ্‌র বাণী : যেখান হতেই তুমি বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে .....অনবহিত নহেন	২৬৭
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তুমি যেখান হতেই বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের.... পরিচালিত হতে পারে	২৬৮
আল্লাহ্‌র বাণী : নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত..... পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ	২৬৮
আল্লাহ্‌র বাণী : তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে	২৬৯
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান..... মর্মন্তুদ শাস্তি	২৭০
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন .... চলতে পার	২৭১
আল্লাহ্‌র বাণী : (রোযা ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য ..... অধিকতর ফলপ্রসূ	২৭৩

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র বাণী : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা পালন করে	২৭৪
আল্লাহ্‌র বাণী : রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে....... তা কামনা কর	২৭৫
আল্লাহ্‌র বাণী : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রের কৃষ্ণরেখা হতে..... চলতে পার	২৭৫
আল্লাহ্‌র বাণী : পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই ..... হতে পারে	২৭৭
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা.... চলবে না	২৭৭
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হতে.... লোককে ভালবাসেন	২৭৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে ..... ফিদয়া দিবে	২৭৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান..... কুরবানী করবে	২৮০
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই	২৮০
আল্লাহ্‌র বাণী : এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও .... করবে	২৮১
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তাদের মধ্যে যারা বলে ..... অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন	২৮২
আল্লাহ্‌র বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী	২৮২
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ..... সাহায্য নিকটেই	২৮৩
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র ।..... সুসংবাদ দাও	২৮৪
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দতকাল......বাধা দিও না	২৮৫
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ..... সবিশেষ অবহিত	২৮৫
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের	২৮৮
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে	২৮৮
আল্লাহ্‌র বাণী : যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা..... যা তোমরা জানতে না	২৮৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের	২৯০
আল্লাহ্‌র বাণী : আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, ... জীবিত কর তা আমাকে দেখাও	২৯১
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে,........	২৯১
আল্লাহ্‌র বাণী : তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না।	২৯২
আল্লাহ্‌র বাণী : অথচ আল্লাহ্‌ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন	২৯৩
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন	২৯৩
আল্লাহ্‌র বাণী : যদি তোমরা না ছাড় তবে .... আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ	২৯৩
আল্লাহ্‌র বাণী : যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে ..... যদি তোমরা জানতে	২৯৪
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে	২৯৪
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর ....যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান	২৯৫
আল্লাহ্‌র বাণী : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনও	২৯৫
সূরা আলে ইমরান	২৯৫
আল্লাহ্‌র বাণী : আর কতক আয়াত দ্ব্যর্থবোধক ..... সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত	২৯৬
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই	২৯৮

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র বাণী : তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি	২৯৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ	৩০৪
আল্লাহ্‌র বাণী : বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর	৩০৫
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে	৩০৬
আল্লাহ্‌র বাণী : যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং	৩০৬
আল্লাহ্‌র বাণী : এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই	৩০৬
আল্লাহ্‌র বাণী : রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহবান করছিলেন	৩০৮
আল্লাহ্‌র বাণী : প্রশান্তি তন্দ্রারূপে	৩০৮
আল্লাহ্‌র বাণী : যখম হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে	৩০৮
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে	৩০৯
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা .....দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে .....যা কর, আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত	৩০৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল .....কষ্টদায়ক কথা শুনবে	৩১০
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে .....মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে	৩১২
আল্লাহ্‌র বাণী : আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে.....	৩১৪
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে .....সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে	৩১৪
আল্লাহ্‌র বাণী : হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে.....সাহায্যকারী নেই	৩১৫
আল্লাহ্‌র বাণী : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে .... ঈমান এনেছি	৩১৬
সূরা নিসা	৩১৬
আল্লাহ্‌র বাণী : আর যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার ..... ভাল লাগে	৩১৭
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে..... তখন সাক্ষী রাখবে	৩১৯
আল্লাহ্‌র বাণী : সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতিম এবং অভাবগ্রস্ত উপস্থিত ..... সদালাপ করবে	৩১৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য	৩২০
আল্লাহ্‌র বাণী : হে ঈমানদারগণ! নারীদের যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নহে	৩২১
আল্লাহ্‌র বাণী : পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির.... উত্তরাধিকারী করেছি	৩২১
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না	৩২২
আল্লাহ্‌র বাণী : যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব..... কী অবস্থা হবে	৩২৪
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর..... পরিণামে প্রকৃষ্টতর	৩২৫
আল্লাহ্‌র বাণী : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না..... তা মেনে না নেয়	৩২৬
আল্লাহ্‌র বাণী : কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করে ..... যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন	৩২৬
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে..... যার অধিবাসী জালিম	৩২৭
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে.....	৩২৮
আল্লাহ্‌র বাণী : যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে	৩২৮
আল্লাহ্‌র বাণী : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম	৩২৯
আল্লাহ্‌র বাণী : কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না তুমি মু'মিন নও	৩২৯

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে..... তারা সমান নয়	৩৩০
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ..... হিজরত করতে?	৩৩১
আল্লাহ্‌র বাণী : তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায়..... কোন পথও পায় না	৩৩২
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল	৩৩২
আল্লাহ্‌র বাণী : যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও ..... অস্ত্র রেখে দিলে কোন দোষ নেই	৩৩৩
আল্লাহ্‌র বাণী : লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়..... শোনানো হয়	৩৩৩
আল্লাহ্‌র বাণী : কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে	৩৩৪
আল্লাহ্‌র বাণী : মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে	৩৩৪
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন করেছি ইউনুস, হারূন এবং	৩৩৫
আল্লাহ্‌র বাণী : লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। ..... তার উত্তরাধিকারী হবে	৩৩৬
সূরা আল-মায়িদা	৩৩৬
আল্লাহ্‌র বাণী : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম	৩৩৭
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে	৩৩৮
আল্লাহ্‌র বাণী : সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব	৩৩৯
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় .....তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে	৩৪০
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম	৩৪১
আল্লাহ্‌র বাণী : হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে..... যা অবতীর্ণ তা প্রচার কর	৩৪২
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না	৩৪২
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু ..... হারাম করো না	৩৪৩
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য গণনা..... শয়তানের কর্ম	৩৪৪
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে.... এবং সৎ কর্ম করে....	৩৪৫
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, ... তোমরা দুঃখিত হবে	৩৪৬
আল্লাহ্‌র বাণী : বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি	৩৪৭
আল্লাহ্‌র বাণী : যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ..... এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী	৩৪৮
আল্লাহ্‌র বাণী : তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও ..... তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়	৩৪৯
সূরা আন'আম	৩৫০
আল্লাহ্‌র বাণী : অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না	৩৫১
আল্লাহ্‌র বাণী : বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে কিংবা তলদেশ থেকে	৩৫১
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি	৩৫২
আল্লাহ্‌র বাণী : ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে	৩৫২
আল্লাহ্‌র বাণী : তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন ..... তাদের পথ অনুসরণ কর	৩৫৩
আল্লাহ্‌র বাণী : ইহুদীদিগের জন্য নখবিশিষ্ট সব পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম ..... আমি তো সত্যবাদী	৩৫৪
আল্লাহ্‌র বাণী : প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না	৩৫৪
আল্লাহ্‌র বাণী : সাক্ষীদেরকে হাযির কর	৩৫৫
আল্লাহ্‌র বাণী : যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে .....তার ঈমান কাজে আসবে না	৩৫৫

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সূরা আরাফ	৩৫৬
আল্লাহ্‌র বাণী : বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা	৩৫৮
আল্লাহ্‌র বাণী : মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল ..... আমাকে দর্শন দাও ..... জ্যোতি প্রকাশ করলেন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল ..... মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম	৩৫৮
আল্লাহ্‌র বাণী : মান্না ও সালওয়া	৩৫৯
আল্লাহ্‌র বাণী : বল, হে মানুষ আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল। .....তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই ..... ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ..... যাতে তোমরা পথ পাও	৩৬০
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল	৩৬১
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা বল ক্ষমা চাই	৩৬১
আল্লাহ্‌র বাণী : তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর ..... এবং অজ্ঞদিগের উপেক্ষা কর	৩৬১
সূরা আনফাল	৩৬২
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছু বোঝে না	৩৬৩
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন ..... আহবানে সাড়া দেবে ..... তারই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে	৩৬৪
আল্লাহ্‌র বাণী : স্মরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ্‌ এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও	৩৬৫
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ ..... শাস্তি দিবেন	৩৬৫
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়.....	৩৬৬
আল্লাহ্‌র বাণী : হে নবী ঃ মু'মিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। ..... যার বোধশক্তি নেই	৩৬৭
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন .....দুর্বলতা আছে	৩৬৮
সূরা বারাআত	৩৬৯
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা মুশরিকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে .....সেসব বিচ্ছেদ করা হল	৩৭০
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা তারপর দেশে চার মাস কাল পরিভ্রমণ কর .....লাঞ্ছিত করে থাকেন	৩৭০
আল্লাহ্‌র বাণী : আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবরের দিনে ..... এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্‌র সাথে মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তার রাসূলেরও নয়.....	৩৭১
আল্লাহ্‌র বাণী : তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ	৩৭২
আল্লাহ্‌র বাণী : তবে কাফের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ করবে .....যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয়	৩৭৩
আল্লাহ্‌র বাণী : যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে..... যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন	৩৭৩
আল্লাহ্‌র বাণী : যেদিন জাহান্নামের আগুনে ওইসব উত্তপ্ত করা হবে ..... পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে ..... নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আস্বাদ গ্রহণ কর	৩৭৪
আল্লাহ্‌র বাণী : নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান	৩৭৫
আল্লাহ্‌র বাণী : যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন	৩৭৫
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য	৩৭৮

banglainternet.com

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে .....রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	৩৭৮
আল্লাহ্‌র বাণী : আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা.....না করুন, একই কথা..... ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না	৩৭৯
আল্লাহ্‌র বাণী : যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না, তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না	৩৮১
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্‌র শপথ করবে, ...তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। .....জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল	৩৮২
আল্লাহ্‌র বাণী : তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। ..... আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি রাযী হবেন না	৩৮৩
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে ..... সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন .....আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু	৩৮৩
আল্লাহ্‌র বাণী : মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয়	৩৮৪
আল্লাহ্‌র বাণী : অবশ্যই আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি ..... তার অনুগমন করেছিল ..... অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল ..... আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন	৩৮৪
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল, ...জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, ... মেহেরবান হলেন .....আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু	৩৮৫
আল্লাহ্‌র বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও	৩৮৭
আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে ..... সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু	৩৮৮
সূরা ইউনুস	৩৯০
আল্লাহ্‌র বাণী : আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও .....তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। ..... সে নিমজ্জমান হল ..... সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করেছে ..... আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত	৩৯১
সূরা হুদ	৩৯২
আল্লাহ্‌র বাণী : সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাজ করে।	৩৯২
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং তাঁর আরশ ছিল পানির ওপরে	৩৯৩
আল্লাহ্‌র বাণী : সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল .....আল্লাহ্‌র লানত জালিমদের ওপর	৩৯৫
আল্লাহ্‌র বাণী : এবং এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। .....যখন তারা জুলুম করে থাকে	৩৯৬
আল্লাহ্‌র বাণী : নামায কায়েম করবে দিবসের দু'প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে ..... এটি তাদের জন্য এক উপদেশ	৩৯৭

banglainternet.com

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে —'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্মলাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার সপ্তম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তাওফিক দিন। আমীন !

banglainternet.com

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب المغازى

যুদ্ধাভিযান

(অবশিষ্ট অংশ)

٢١٧٩. بَابُ غَزْوَةِ اُحُدٍ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلَاتَهِنُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ، اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ ، اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرٰاكُمْ مَاتُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا اَلْاٰيَةَ

২১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ [হে রাসূল (সা)!] স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৩ ঃ ১২১)। আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তবে অনুরূপ আঘাত তাদেরও তো (বদর যুদ্ধে) লেগেছে। মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য

banglainternet.com

হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনও জানেন না? মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে! (৩ ঃ ১৩৯-১৪৩) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং [রাসূল (সা)-এর] নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চেয়েছিল এবং কতক পরকাল চেয়েছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (৩ ঃ ১৫২) মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত (৩ ঃ ১৬৯)

٣٧٤٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ اٰخِذٌ بِرَاْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ ـ

৩৭৪৬. ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন, এই তো জিবরাঈল, তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে (লাগাম হাতে) এসে পৌঁছেছেন; তাঁর পরিধানে রয়েছে সমরাস্ত্র।

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِىْ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اِنِّىْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِىْ هٰذَا وَاِنِّىْ لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْهَا قَالَ فَكَانَتْ اٰخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ـ

৩৭৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আট বছর পর নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে গিয়ে) এমনভাবে দোয়া করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দোয়া করেন। তারপর তিনি (সেখান থেকে ফিরে এসে) মিম্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদের আগে প্রেরিত এবং আমিই তোমাদের সাক্ষিস্বরূপ। এরপর হাউযে কাউসারের পাড়ে তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে। আমার এ জায়গা থেকেই আমি হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এ আশংকা করি না। তবে আমার

banglainternet.com

আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এ দেখাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শেষবারের মত দেখা।

٣٧٤٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ فَاَجْلَسَ النَّبِىُّ (ص) جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوْا اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَتَبْرَحُوْا وَاِنْ رَاَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِيْنُوْنَا ، فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوْا حَتّٰى رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِى الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ فَاَخَذُوْا يَقُوْلُوْنَ : الْغَنِيْمَةَ الْغَنِيْمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ (ص) اَنْ لاَ تَبْرَحُوْا فَاَبَوْا فَلَمَّا اَبَوْا صُرِفَ وُجُوْهُهُمْ فَاُصِيْبَ سَبْعُوْنَ قَتِيْلاً وَاَشْرَفَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ لاَ تُجِيْبُوْهُ فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ؟ قَالَ لاَ تُجِيْبُوْهُ ، فَقَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلاَءِ قُتِلُوْا فَلَوْ كَانُوْا اَحْيَاءً لاَجَابُوْا فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ اَبْقَى اللّٰهُ لَكَ مَايُخْزِيْكَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : اُعْلُ هُبَلْ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَجِيْبُوْهُ قَالُوْا مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا : اللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : لَنَا الْعُزّٰى وَ لاَ عُزّٰى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ (ص) اَجِيْبُوْهُ : قَالُوْا مَا نَقُوْلُ؟ قَالَ قُوْلُوْا : اللّٰهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ ، وَ تَجِدُوْنَ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْبِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِىْ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ۔

৩৭৪৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ দিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে নবী (সা) আবদুল্লাহ্ (ইব্ন জুবাইর) (রা)-কে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাদেরকে (নির্ধারিত এক স্থানে) মোতায়েন করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। অথবা যদি তোমরা তাদেরকে দেখ যে, তারা আমাদের উপর জয় লাভ করেছে, তাহলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করে আমাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে না। এরপর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, মহিলাগণ দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা বস্ত্র পায়ের গোছা থেকে টেনে তুলেছে, ফলে পায়ের অলংকারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা) বলতে লাগলেন, এ-ই গনীমত-গনীমত! তখন আবদুল্লাহ্ [ইব্ন জুবাইর (রা)] বললেন, তোমরা যেন এ স্থান না ছাড় এ ব্যাপারে নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল। যখন তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল, তখন তাদের মোখ ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং শহীদ হলেন তাদের সত্তর জন সাহাবী। আবূ সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠে বলল, কাওমের মধ্যে মুহাম্মদ জীবিত আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন উত্তর দিও না। সে আবার বলল, কাওমের মধ্যে ইব্ন আবূ কুহাফা (আবূ বকর)

banglainternet.com

বেঁচে আছে কি? নবী (সা) বললেন, তোমরা তার কোন জবাব দিও না। সে পুনরায় বলল, কওমের মধ্যে ইবনুল খাত্তাব জীবিত আছে কি? তারপর সে বলল, এরা সকলেই নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জবাব দিত। এ সময় উমর (রা) নিজেকে সামলাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। যে জিনিসে তোমাকে লাঞ্ছিত করবে আল্লাহ্ তা বাকী রেখেছেন। আবূ সুফিয়ান বলল, হুবালের জয়। তখন নবী (সা) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তার উত্তর দাও। তারা বললেন, আমরা কি বলব? তিনি বললেন, তোমরা বল, اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ —আল্লাহ্ সমুন্নত ও মহান। আবূ সুফিয়ান বলল, لَنَا الْعُزّٰى وَ لَا عُزّٰى لَكُمْ —আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই। নবী (সা) বললেন, তোমরা তার জবাব দাও। তারা বললেন, আমরা কি জবাব দেব? তিনি বললেন, বল اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ—আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের তো কোন অভিভাবক নেই। পরিশেষে আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদর যুদ্ধের বিনিময়ের দিন। যুদ্ধ কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মত (অর্থাৎ একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে) (যুদ্ধের ময়দানে) তোমরা নাক-কান কাটা কিছু লাশ দেখতে পাবে। আমি এরূপ করতে আদেশ করিনি। অবশ্য এতে আমি অসন্তুষ্টও নই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলা শরাব পান করেছিলেন।[১] এরপর তাঁরা শাহাদত বরণ করেন।

٣٧٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَ كَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَابُسِطَ ، اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ۔

৩৭৪৯ আবদান (র) ..... সাদ ইব্‌ন ইবরাহীমের পিতা ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর নিকট কিছু খানা আনা হল। তিনি তখন রোযা ছিলেন। তিনি বললেন, মুসআব ইব্‌ন উমাইর (রা) ছিলেন আমার থেকেও উত্তম ব্যক্তি। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁকে এমন একটি চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত, আর পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলছিলেন যে, হামযা (রা) আমার চেয়েও উত্তম লোক ছিলেন। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। এরপর দুনিয়াতে আমাদেরকে যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয়েছে অথবা বলেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, হয়তো আমাদের নেকীর বদলা এখানেই (দুনিয়াতে) দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি আহার পরিত্যাগ করলেন।

banglainternet.com

٣٧٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ

১. তখন পর্যন্ত শরাব পান করা হারাম ঘোষিত হয়নি।

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ـ

৩৭৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন, জান্নাতে। তারপর উক্ত ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি লড়াই করলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

٣٧٥١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) نَبْتَغِي وَجْهَ اللّٰهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْقُوْا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ـ

৩৭৫১ আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে (মদীনায়) হিজরত করেছিলাম। ফলে আল্লাহ্র কাছে আমাদের পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের কতক দুনিয়াতে পুরস্কার ভোগ না করেই অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা চলে গিয়েছেন। মাসআব ইব্ন উমাইর (রা) তাদের মধ্যে একজন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি একটি ধারাদার পশমী বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এ দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন নবী (সা) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর দাও ইযখির অথবা তিনি বলেছেন, ইযখির দ্বারা তার পা আবৃত কর। আমাদের কতক এমনও আছেন, যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি এখন তা সংগ্রহ করছেন।

٣٧٥٢ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ ابْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ (ص) لَئِنْ أَشْهَدَنِيَ اللّٰهُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَجِدُ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِيْنَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ دُوْنَ أُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَنَا بِبَنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ ـ

banglainternet.com

৩৭৫২ হাস্‌সান ইব্‌ন হাস্‌সান (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) তাঁর চাচা [আনাস ইব্‌ন নযর (রা)] বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি [আনাস ইব্‌ন নযর (রা)] বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবী (সা)-এর সঙ্গে কোন যুদ্ধে শরীক করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখবেন, আমি কত প্রাণপণ চেষ্টা করে লড়াই করি। এরপর তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা পরাজিত হলে (পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করলো) তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! এ সমস্ত লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলেন, আমি এর জন্য আপনার নিকট ওযরখাহী পেশ করছি এবং মুশরিকগণ যা করল তা থেকে আমি আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে অগ্রসর হলেন। এ সময় সাদ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ হে সাদ? আমি উহুদের অপর প্রান্ত হতে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর তিনি (বীর বিক্রমে) যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর শরীরের একটি তিল অথবা অঙ্গুলীর মাথা দেখে তাঁকে চিনলেন। তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি বর্শা, তরবারি ও তীরের আঘাত ছিল।

٣٧٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ، فَاَلْحَقْنَاهَا فِىْ سُوْرَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ۔

৩৭৫৩ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সময় সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলি, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠ করতে শুনতাম। তাই আমরা উক্ত আয়াতটি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে তা পেলাম খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে। আয়াতটি হল ঃ "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ রয়েছে প্রতীক্ষায়। (৩৩ ঃ ২৩) এরপর এ আয়াতটিকে আমরা কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (আহযাবে) সংযুক্ত করে নিলাম।

٣٧٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِىُّ (ص) اِلَى اُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ (ص) فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُوْلُ نُقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُوْلُ لَانُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِى الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ –

banglainternet.com

৩৭৫৪ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলে যারা তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল, তাদের কিছুসংখ্যক লোক ফিরে এলো। নবী (সা)-এর সাহাবীগণ তাদের সম্পর্কে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। অপরদল বললেন, আমরা তাদের সাথে লড়াই করব না। এ সময় নাযিল হয় (নিম্নবর্ণিত আয়াতখানা) "তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে, যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ্ তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। (৪ ঃ ৮৮) এরপর নবী (সা) বললেন, এ (মদীনা) পবিত্র স্থান। আগুন যেমন রূপার ময়লা দূর করে দেয়, এমনিভাবে মদীনাও গুনাহ্‌কে দূর করে দেয়।

٢١٨٠ . بَابُ اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

২১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। (৩ ঃ ১২২)

٣٧٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ بَنِىْ سَلِمَةَ وَبَنِىْ حَارِثَةَ وَمَا اُحِبُّ اَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا -

৩৭৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে তথা বনূ সালিমা এবং বনূ হারিসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতটি নাযিল না হোক এ কথা আমি চাইনি। কেননা এ আয়াতেই আল্লাহ্ বলছেন, আল্লাহ্ উভয় দলেরই সহায়ক।

٣٧٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ مَاذَا اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِىْ تِسْعَ اَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجْمَعَ اِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلٰكِنِ امْرَاَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اَصَبْتَ -

৩৭৫৬ কুতায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না (কুমারী নয়) বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে

banglainternet.com

করলে না কেন? সে তো তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আমার আব্বা উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। এবং রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সাথে তাদেরই মত একজন অনভিজ্ঞ মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করলাম না। বরং এমন একটি মহিলাকে (বিয়ে করা পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়িয়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ঠিক করেছ।

٣٧٥٧ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ سُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَاهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جِزَازُ النَّخْلِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِيْ قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ ، وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ كَاَنَّهُمْ اَغْرَوْا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاٰى مَا يَصْنَعُوْنَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لَكَ اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِيْ اَمَانَتَهُ وَاَنَا اَرْضٰى اَنْ يُؤَدِّيَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِيْ وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اَخَوَاتِيْ بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتّٰى اِنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) كَاَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً۔

৩৭৫৭ আহমাদ ইব্ন আবূ সুরাইজ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তার পিতা ছয়টি মেয়ে ও কিছু ঋণ তার উপর রেখে শাহাদত বরণ করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় এল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। এখন আমি চাই, ঋণদাতাগণ আপনাকে দেখুক। তখন তিনি বললেন, তুমি যাও এবং বাগানের এক কোণে সব খেজুর কেটে জমা কর। [জাবির (রা) বলেন] আমি তাই করলাম। এরপর নবী (সা)-কে ডেকে আনলাম। যখন তারা (ঋণতাদাগণ) নবী (সা)-কে দেখলেন, সে মুহূর্তে যেন তারা আমার উপর আরো ক্ষেপে গেলেন। নবী (সা) তাদের আচরণ দেখে বাগানের বড় গোলাটির চতুষ্পার্শ্বে তিনবার চক্কর দিয়ে এর উপর বসে বললেন, তোমার ঋণদাতাদেরকে ডাক। (তারা এলে) তিনি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার আমানত আদায় করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর নিয়ে আমি আমার বোনদের নিকট না যেতে পারলেও আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার পিতার আমানত আদায় করে দেন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা খেজুরের সবকটি গোলাই অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, নবী (সা) যে গোলার উপর বসা ছিলেন তার থেকে যেন একটি খেজুরও কমেনি।

banglainternet.com

٣٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ

৩৭৫৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমি আরো দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হয়ে তুমুল লড়াই করছে। আমি তাদেরকে পূর্বেও কোনদিন দেখিনি এবং পরেও কোনদিন দেখিনি।

٣٧٥٩ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ السَّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَثَلَ لِيَ النَّبِيُّ (ص) كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ ارْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ۔

৩৭৫৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার জন্য তাঁর তীরদানী থেকে তীর খুলে দিয়ে বললেন, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক; তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।

٣٧٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِيَ النَّبِيُّ (ص) اَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ۔

৩৭৬০ মুসাদ্দাদ (র) ..... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা-মাতাকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন।

٣٧٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ أُحُدٍ اَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيْدُ حِيْنَ قَالَ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ وَهُوَ يُقَاتِلُ۔

৩৭৬১ কুতায়বা (র) ..... সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে একসাথে উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলে তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি লড়াই করছিলেন এমতাবস্থায় নবী (সা) তাঁকে বলেছেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।

٣٧٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَجْمَعُ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ۔

banglainternet.com

৩৭৬২ আবূ নুআয়ম (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এক সাথে উল্লেখ করতে আমি শুনিনি।

٣٧٦٣ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) جَمَعَ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ اُحُدٍ يَا سَعْدُ اَرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ ـ

৩৭৬৩ ইয়াসারা ইব্ন সাফওয়ান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইব্ন মালিক (রা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য নবী (সা)-কে তাঁর পিতা-মাতা (কুরবান হোক) এ কথা উল্লেখ করতে আমি শুনিনি। উহুদ যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে সাদ, তুমি তীর নিক্ষেপ কর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

٣٧٦٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ زَعَمَ اَبُوْ عُثْمَانَ اَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِيْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِيْ يُقَاتِلُ فِيْهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا ـ

৩৭৬৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিনগুলোতে নবী (সা) যুদ্ধ করেছেন তার কোন এক সময়ে তালহা এবং সাদ (রা) ব্যতীত (অন্য কেউ) নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন না। হাদীসটি আবূ উসমান (রা) তাদের উভয়ের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اِلاَّ اَنِّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ ـ

৩৭৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন আউফ, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্, মিকদাদ এবং সাদ (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। তাদের কাউকে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি, তবে কেবল তাল্হা (রা)-কে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

٣٧٦٦ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقٰى بِهَا النَّبِيَّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৭৬৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... কায়িস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাল্হা (রা)-এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এ হাত নবী (সা)-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।

banglainternet.com

٣٧٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ

أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَأَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ (ص) جُوَيْبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيًا النَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُوْلُ انْثُرْهَا لِأَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ يُشْرِفُ النَّبِيُّ (ص) يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ أَبُوْ طَلْحَةَ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ لاَ تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا ـ

৩৭৬৭ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন নবী (সা)-কে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলেও আবূ তালহা (রা) ঢাল হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। আবূ তালহা (রা) ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ, ধনুক খুব জোরে টেনে তিনি তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (উহুদ যুদ্ধে) তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। সেদিন যে কেউ ভরা তীরদানী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তাকেই তিনি বলেছেন, তীরগুলো খুলে আবূ তালহার সামনে রেখে দাও। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, নবী (সা) মাথা উঁচু করে যখনই শত্রুদের প্রতি তাকাতেন, তখনই আবূ তালহা (রা) বলতেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হঠাৎ তাদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার শরীরে লেগে যেতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষা করার জন্য আমার বক্ষই রয়েছে (অর্থাৎ আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান)। [আনাস (রা) বলেন] সেদিন আমি আয়েশা বিনত আবূ বকর এবং উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়েই পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের পায়ের তলা দেখতে পেয়েছি। তারা মশক ভরে পিঠে বহন করে পানি আনতেন এবং (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। আবার চলে যেতেন এবং মশক ভরে পানি এনে লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন। সেদিন আবূ তালহা (রা)-এর হাত থেকে দু'বার অথবা তিনবার তরবারিটি পড়ে গিয়েছিল।

٣٧٦٨ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَرَخَ إِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَيْ عِبَادَ اللّٰهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللّٰهِ أَبِيْ قَالَ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتَّى قَتَلُوْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ عُرْوَةُ : فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيْرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ ـ

৩৭৬৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের

banglainternet.com

পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা পেছনের দিকে ফিরে গেল। তখন অগ্রভাগ ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হল। এ পরিস্থিতিতে হুযায়ফা (রা) দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর পিতা ইয়ামন (রা)-এর সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, (ইনি তো) আমার পিতা, আমার পিতা (তাকে আক্রমণ করবেন না)। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এতে তাঁরা বিরত হলেন না। বরং তাঁকে হত্যা করে ফেললেন। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র সাথে মিলনের (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত হুযায়ফা (রা)-এর মনে এ ঘটনার অনুতাপ বাকী ছিল।

٢١٨١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

২১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাঁদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল (৩ ঃ ১৫৫)

٣٧٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاَى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقُعُوْدُ ؟ قَالُوْا هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ مَنِ الشَّيْخُ ؟ قَالُوْا ابْنُ عُمَرَ ، فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ اَتُحَدِّثُنِيْ ، قَالَ اَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْبَيْتِ ، اَتَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَعْلَمُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَكَبَّرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالَ لَاُخْبِرَكَ وَلَاُبَيِّنَنَّ لَكَ عَمَّا سَاَلْتَنِيْ عَنْهُ اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ ، وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانَتْ مَرِيْضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ، وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ الرِّضْوَانِ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ عُثْمَانَ وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلٰى مَكَّةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ اِذْهَبْ بِهٰذَا الْاٰنَ مَعَكَ ـ

৩৭৬৯ আবদান (র) ..... উসমান ইবন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি বায়তুল্লায় এসে সেখানে একদল লোককে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব লোক কারা? তারা বললেন, এরা হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৃদ্ধ লোকটি কে? উপস্থিত সকলেই বললেন, ইনি হচ্ছেন (আবদুল্লাহ্) ইবন উমর (রা)। তখন লোকটি

banglainternet.com

তাঁর (ইব্‌ন উমর) কাছে গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি আমাকে বলে দেবেন কি? এরপর লোকটি বললেন, আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিয়ে বলছি, উহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) পালিয়েছিলেন, এ কথা আপনি কি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললেন, তিনি বদরের রণাঙ্গনে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় বললেন, তিনি বায়আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন—এ কথাও কি আপনি জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করল। তখন ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, এসো, এখন আমি তোমাকে সব ব্যাপারে অবহিত করছি এবং তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুলে বলছি। (১) উহুদের রণাঙ্গন থেকে তাঁর পালানোর ব্যাপার সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (২) বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা (রুকাইয়া) তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই তাঁকে নবী (সা) বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই তুমি সওয়াব লাভ করবে এবং গনীমতের অংশ পাবে। (৩) বায়আতে রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হল এই যে, মক্কাবাসীদের নিকট উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি থাকলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মক্কা পাঠাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ জন্য উসমান (রা)-কে (মক্কা) পাঠালেন। তাঁর মক্কা গমনের পরই বায়আতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল। তাই (বায়আত গ্রহণের সময়) নবী (সা) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এটাই উসমানের হাত। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর) বললেন, এই হল উসমান (রা)-এর অনুপস্থিতির মূল কারণ। এখন তুমি যাও এবং এ কথাগুলো মনে গেঁথে রেখো।

٢١٨٢ . بَابُ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلاَ تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ، تُصْعِدُوْنَ تَذْهَبُوْنَ اَصْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ .

২১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না আর রাসূল (সা) তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আহবান করছিলেন ফলে তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত (৩ ঃ ১৫৩)

٣٧٧٠ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ (ص) عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ اُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذٰلِكَ : اِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ اُخْرَاهُمْ .

banglainternet.com

৩৭৭০। আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা)-কে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে (মদীনার দিকে) ছুটে গিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে, রাসূল (সা)-এর তাদেরকে পেছনের দিক থেকে ডাকা।

٢١٨٣. بَابُ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا ، يُغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لاَ يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ، وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ اُحُدٍ حَتّٰى سَقَطَ سَيْفِيْ مِنْ يَدِيْ مِرَارًا يَسْقُطُ وَاٰخُذُهُ وَيَسْقُطُ فَاٰخُذُهُ

২১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি — তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে, যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত, তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (৩ : ১৫৪) বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা (র) আমার নিকট ..... আবূ তাল্হা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। এমনকি (এ তন্দ্রার কারণে) আমার তরবারিটি আমার হাত থেকে কয়েকবার পড়েও গিয়েছিল। এমনি করে তরবারিটি পড়ে যেত, আমি তা উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেত, আমি আবার তা উঠিয়ে নিতাম।

banglainternet.com

٢١٨٤ . بَابُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ

فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

২১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। (৩ : ১২৮) হুমায়দ এবং সাবিত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সা)-কে আঘাত করে জখম করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যারা তাদের নবীকে আঘাত করে জখম করে দিয়েছে তারা কি করে উন্নতি ও সফলতা লাভ করবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

٣٧٧١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْعُوْ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ۔

৩৭৭১ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সুলামী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ্ আপনি অমুক, অমুক এবং অমুকের উপর লানত বর্ষণ করুন, তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম। হানজালা (র)........সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, সুহাইল ইব্‌ন আমর এবং হারিস ইব্‌ন হিশামের জন্য বদদোয়া করতেন। এ প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতখানা। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা যালিম।

٢١٨٥ . بَابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلِيْطٍ

২১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে সালীতের আলোচনা

banglainternet.com

সম্পর্কে
ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِيْ مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ
আদী ইব্‌ন
عَنْهُ قَسَمَ مُرُوْطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ বললেন, তুমি যদি

بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْطِ هٰذَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الَّتِيْ عِنْدَكَ يُرِيْدُوْنَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ اُمُّ سَلِيْطٍ اَحَقُّ بِهِ وَاُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ عُمَرُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৭৭২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... সা'লাবা ইব্ন আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কতকগুলো চাদর মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে বন্টন করলেন। পরে একটি সুন্দর চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তার নিকট উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ চাদরখানা আপনার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাতনী আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা)-কে দিয়ে দিন। উমর (রা) বললেন, উম্মে সালীত (রা) তার চেয়েও অধিক হকদার। উম্মে সালীত (রা) আনসারী মহিলা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। উমর (রা) বললেন, উহুদের দিন এ মহিলা আমাদের জন্য মশক ভরে পানি এনেছিলেন।

٢١٨٦. بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ হামযা (রা)-এর শাহাদত

٣٧٧٣ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ وَحْشِيٍّ نَسْاَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَاَلْنَا عَنْهُ فَقِيْلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِيْ ظِلِّ قَصْرِهِ كَاَنَّهُ حُمَيْتٌ، قَالَ فَجِئْنَا حَتّٰى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيْرٍ فَسَلَّمْنَا ، فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يُرٰى وَحْشِيٌّ اِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ يَا وَحْشِيُّ اَتَعْرِفُنِيْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللّٰهِ اِلَّا اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً يُقَالُ لَهَا اُمُّ قِتَالٍ بِنْتَ اَبِي الْعِيْصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ اَسْتَرْضِعُ لَهُ ، فَحَمَلْتُ ذٰلِكَ الْغُلَامَ مَعَ اُمِّهِ فَنَاوَلَتْهَا اِيَّاهُ فَلَكَاَنِّيْ نَظَرْتُ اِلٰى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : اَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ : اِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِيْ مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّيْ فَاَنْتَ حُرٌّ . قَالَ فَلَمَّا اَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ اُحُدٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ اِلَى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا اصْطَفُّوْا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ ، قَالَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ اُمِّ اَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُوْرِ ، اَتُحَادُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (ص) قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ كَاَمْسِ الذَّاهِبِ ، قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ

banglainternet.com

صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّيْ رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِيْ فَاَضَعُهَا فِيْ ثُنَّتِهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَاَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتّٰى فَشَا فِيْهَا الْاِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى الطَّائِفِ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) رَسُوْلاً فَقِيْلَ لِيْ اِنَّهُ لَايَهِيْجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتّٰى قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَلَمَّا رَاٰنِيْ قَالَ اَنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْاَمْرِ مَا بَلَغَكَ ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّيْ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَاَخْرُجَنَّ اِلٰى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّيْ اَقْتُلُهُ فَاُكَافِئُ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَاكَانَ قَالَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ ثُلْمَةِ جِدَارٍ كَاَنَّهُ جَمَلٌ اَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّاْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِيْ فَاَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتّٰى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَ وَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ فَاَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ وَاَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْاَسْوَدُ ـ

৩৭৭৩ আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... জাফর ইব্ন আম্র ইব্ন উমাইয়া যামরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র)-এর সাথে ভ্রমণে বের হলাম। আমরা যখন হিম্স নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) আমাকে বললেন, ওয়াহ্শীর কাছে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি? আমরা তাকে হামযা (রা)-এর শাহাদত বরণ করার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। আমি বললাম, হ্যাঁ যাব। ওয়াহ্শী তখন হিম্স শহরে বসবাস করতেন। আমরা তার সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হল ঐ তো তিনি তার প্রাসাদের ছায়ার মধ্যে পশমহীন মশকের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প কিছু দূরে থামলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। জাফর (র) বর্ণনা করেন, তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) তার মাথা পাগড়ি দ্বারা এমনভাবে আবৃত করে রেখেছিলেন যে, ওয়াহ্শী তার দুই চোখ এবং দুই পা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় উবায়দুল্লাহ্ (র) ওয়াহ্শীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওয়াহ্শী, আপনি আমাকে চিনেন কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখন তাঁর দিকে তাকালেন এবং এরপর বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে চিনি না। তবে আমি এতটুকু জানি যে, আদী ইব্ন খিয়ার উম্মে কিতাল বিন্ত আবুল ঈস নামক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার দাই খোঁজ করছিলাম, তখন ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। সে দিনের সে বাচ্চার পা দু'টির মত যেন আপনার পা দু'টি দেখতে পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উবায়দুল্লাহ্ (র) তার মুখের পর্দা সরিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হামযা (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বদর যুদ্ধে হামযা (রা) তুআইমা ইব্ন 'আদী ইব্ন খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার মনিব জুবায়র ইব্ন মুতঈম আমাকে বললেন, তুমি যদি

banglainternet.com

আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার তাহলে তুমি আযাদ। রাবী বলেন, যে বছর উহুদ পাহাড় সংলগ্ন আইনাইন পাহাড়ের উপত্যকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সে যুদ্ধে আমি সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। এরপর লড়াইয়ের জন্য সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে (কাফির সৈন্যদলের মধ্য থেকে) সিবা নামক এক ব্যক্তি ময়দানে এসে বলল, দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত আছ কি? ওয়াহ্শী বলেন, তখন হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) (বীর বিক্রমে) তার সামনে গিয়ে বললেন, হে মেয়েদের খতনাকারিণী উম্মে আনমারের পুত্র সিবা! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে দুশমনী করছ? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যার ফলে সে অতীত দিনের মত বিলীন হয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, আমি হামযা (রা)-কে কতল করার উদ্দেশ্যে একটি পাথরের নিচে আত্মগোপন করে ওঁত পেতে বসেছিলাম। যখন তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন তখন আমি আমার অস্ত্র দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তার মূত্রথলি ভেদ করে নিতম্বের মাঝখান দিয়ে তা বেরিয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, এটাই হল তাঁর শাহাদতের মূল ঘটনা। এরপর সবাই ফিরে এলে আমিও তাদের সাথে ফিরে এসে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। এরপর মক্কায় ইসলাম প্রসার লাভ করলে আমি তায়েফ চলে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে তায়েফবাসিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হল যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমিই কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, আপনার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে ব্যাপারটি তাই। তিনি বললেন, আমার সামনে থেকে তোমার চেহারা কি সরিয়ে রাখতে পার? ওয়াহ্শী বলেন, তখন আমি চলে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ইন্তিকালের পর (নবুয়াতের মিথ্যাদাবিদার) মুসায়লামাতুল কাযযাব আবির্ভূত হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব এবং তাকে হত্যা করে হামযা (রা)-কে হত্যা করার ক্ষতিপূরণ করব। ওয়াহ্শী বলেন, তাই আমি লোকদের সাথে রওয়ানা করলাম। তার অবস্থা যা হওয়ার তাই হল। তিনি বর্ণনা করেন যে, এক সময় আমি দেখলাম যে, হালকা কালো বর্ণের উটের ন্যায় উস্কখুস্ক চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি একটি ভাঙ্গা প্রাচীরের আঁড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সাথে সাথে আমি আমার বর্শা দ্বারা তার উপর আঘাত করলাম। এবং তার বক্ষের উপর এমনভাবে বসিয়ে দিলাম যে, তা দু কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এরপর আনসারী এক সাহাবী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দ্বারা তার মাথার খুলিতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফযল (র) বর্ণনা করেছেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসির (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (মুসায়লামা নিহত হলে) ঘরের ছাদে উঠে একটি বালিকা বলছিল, হায়, হায়, আমীরুল মু'মিনীন (মুসায়লামা)-কে একজন কালো ক্রীতদাস হত্যা করল।

٢١٨٧ . بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيُّ (ص) مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

banglainternet.com

২১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা

٣٧٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّهِ يُشِيْرُ اِلٰى رَبَاعِيَتِهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৩৭৭৪ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর (ভাঙ্গা) দাঁতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র পথে (জিহাদরত অবস্থায়) হত্যা করেছে তার প্রতিও আল্লাহ্র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

٣٧٧٥ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِىُّ (ص) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِىِّ اللّٰهِ ـ

৩৭৭৫ মাখ্লাদ ইব্ন মালিক (র) ..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে নবী (সা) আল্লাহ্র পথে হত্যা করেছে, তার জন্য আল্লাহ্র গযব ভীষণতর। আর যে সম্প্রদায় আল্লাহ্র নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে তাদের প্রতিও আল্লাহ্র ভয়াবহ গযব।

٢١٨٨ . بَابٌ

২১৮৮. অনুচ্ছেদ

٣٧٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْئَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَاذُوْوِىَ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) تَغْسِلُهُ وَعَلِىٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَاَتْ فَاطِمَةُ اَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ اِلَّا كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَاْسِهِ ـ

৩৭৭৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, সে সময় যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জখম ধুয়েছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তাদেরকে আমি খুব ভালভাবেই চিনি এবং কোন্ বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এ সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে, পানির দ্বারা রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে কেবল তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিয়ে তা জ্বালিয়ে তার ছাই জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া

banglainternet.com

বন্ধ হয়ে গেল। এ ছাড়া সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান দিকের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চেহারা জখম হয়েছিল এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গিয়ে মাথায় বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

٣٧٧٧ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ دَمٰى وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)۔

৩৭৭৭ আমর ইব্ন আলী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র গযব অত্যন্ত কঠোর ঐ ব্যক্তির জন্য, যাকে নবী (সা) হত্যা করেছেন এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে তার জন্যও আল্লাহ্‌র গযব অত্যন্ত ভয়াবহ।

٢١٨٩ . بَابُ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

২১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন

٣٧٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ، قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ اُخْتِيْ كَانَ اَبَوَاكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَاَبُوْ بَكْرٍ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَا اَصَابَ يَوْمَ اُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُوْنَ خَافَ اَنْ يَرْجِعُوْا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِيْ اِثْرِهِمْ ، فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً قَالَ كَانَ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ۔

৩৭৭৮ মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উরওয়া (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে ভাগ্নে জান? "জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। উক্ত আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়র (রা) এবং (তোমার নানা) আবূ বকর (রা)-ও শামিল আছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ অবস্থায় (শত্রুসেনা) মুশরিকগণ চলে গেলে তিনি আশংকা করলেন যে, তারা আবারও ফিরে আসতে পারে। তিনি বললেন, কে আছ যে, তাদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য যাবে। এ আহবানে সত্তরজন সাহাবী সাড়া দিয়ে প্রস্তুত হলেন। উরওয়া (রা) বলেন, তাদের মধ্যে আবূ বকর ও যুবায়র (রা)-ও ছিলেন।

٢١٩٠. بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْيَمَانُ وَاَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ

banglainternet.com

২১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ যে সব মুসলমান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হামযা

ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (হুযায়ফার পিতা), ইয়ামান, আনাস ইব্ন নাসর এবং মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)

٣٧٧٩ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ۔

৩৭৭৯ আমর ইব্ন আলী (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আরবের কোন জনগোষ্ঠীই আনসারদের তুলনায় অধিক সংখ্যক শহীদ এবং অধিক মর্যাদার হকদার হবে বলে আমরা জানি না। কাতাদা (র) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাকে বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আনসারদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন, বিরে মাউনার ঘটনায় তাদের সত্তর জন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সত্তর জন। বর্ণনাকারী বলেন যে, বিরে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় এবং ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল (মিথ্যা নবী) মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালে।

٣٧٨٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا * وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ (ص) لَمْ يَنْهَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ۔

৩৭৮০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের দু'জনকে একই কাপড়ে (একই কবরে) দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে কুরআন শরীফ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত? যখন কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হত তখন তিনি তাকেই কবরে আগে নামাতেন এবং বলতেন, কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষ্য হব। সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের রক্তসহ দাফন করার

banglainternet.com

নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জানাযার১ নামাযও আদায় করা হয়নি এবং তাদেরকে গোসলও২ দেওয়া হয়নি। (অন্য এক সনদে) আবুল ওয়ালী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার পিতা শাহাদত বরণ করার পর (তাঁর শোকে) আমি কাঁদতে লাগলাম এবং বারবার তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন নবী (সা)-এর সাহাবীগণ আমাকে এ থেকে বারণ করছিলেন। তবে নবী (সা) (এ ব্যাপারে) আমাকে নিষেধ করেননি। অধিকন্তু নবী (সা) (আবদুল্লাহ্‌র ফুফুকে বলেছেন) তোমরা তার জন্য কাঁদছ! অথচ জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশ্‌তারা নিজেদের ডানা দিয়ে তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেছিলেন।

٣٧٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُرٰى عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ رَاَيْتُ فِيْ رُؤْيَايَ اَنِّيْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ اُخْرٰى فَعَادَ اَحْسَنَ مَاكَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللّٰهُ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَاَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ.

৩৭৮১ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারি নাড়া দিলাম, অমনি এর মধ্যস্থলে ভেঙ্গে গেল। (আমি বুঝতে পারলাম) এটা উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের উপর আগত বিপদেরই প্রতিচ্ছবি ছিল। এরপর আমি তরবারিটিকে পুনরায় নাড়া দিলাম। এতে তা পূর্বের থেকেও অধিক সুন্দর হয়ে গেল। এর অর্থ হল (পরবর্তীকালে) মু'মিনদের বিজয় লাভ করা ও তাদের একতাবদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নে আমি একটি গরুও দেখেছিলাম। উহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত বরণ করাই হচ্ছে এর তাবীর। আল্লাহ্‌র প্রতিদান অতি উত্তম বা আল্লাহ্‌র সকল কাজ কল্যাণময়।

٣٧٨٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى اَوْ ذَهَبَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ اِلاَّ نَمِرَةً ، كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَاْسُهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ (ص) غَطُّوْا بِهَا رَاْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ

১. শহীদের জানাযার নামায আদায় করা সম্পর্কে কোন কোন ইমামের মত হল এই যে, তাদের জন্য জানাযার নামাযের কোন দরকার নেই। তারা আলোচ্য হাদীসকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে থাকেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, শহীদদের জানাযার নামায আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের শহীদদের উপর জানাযার নামায আদায় করেছেন বলেও কতিপয় হাদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য সংক্ষেপ করণার্থে তিনি সাত সাত জনের জানাযা একত্রে আদায় করেছিলেন। পৃথক পৃথকভাবে আদায় করেননি। এ বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীসে জানাযার নামায আদায় করেননি বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

২. এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিকে তার রক্ত রঞ্জিত দেহে রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়ে দাফন করতে হবে। তাকে গোসল দেওয়া যাবে না। এ অবস্থায়ই তাকে কবরে রাখা হবে এবং এ অবস্থায়ই কিয়ামতে তার উত্থান হবে।

banglainternet.com

لِاذْخِرَ اَوْ قَالَ اَلْقُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ـ

৩৭৮২ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এতে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের প্রতিদান নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কেউ চলে গিয়েছেন। অথচ পার্থিব প্রতিদান থেকে তিনি কিছুই ভোগ করতে পারেননি। মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা) হলেন তাদের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। একখানা মোটা চাদর ব্যতীত তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। এ দ্বারা আমরা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেত এবং পা দু'খানা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। (এ দেখে) নবী (সা) আমাদেরকে বললেন, এ কাপড় দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও এবং উভয় পা ইয্‌খির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা আবৃত করে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তাঁর উভয় পায়ের উপর ইয্‌খির দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছেন, যার ফল উত্তমরূপে পেকেছে, এখন তিনি তা সংগ্রহ করছেন।

٢١٩١. بَابٌ أُحُدٌ يُحِبُّنَا قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ـ

২১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) আবূ হুমায়দ (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

٣٧٨٣ حَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ـ

৩৭৮৩ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী (সা) (উহুদ পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে) বলেছেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি।

٣٧٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ

৩৭৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উহুদ পাহাড় পরিলক্ষিত হলে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হারম শরীফ ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমি দু'টি কংকরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে)[১] হারম শরীফ ঘোষণা দিচ্ছি।

banglainternet.com

১. মদীনা হরম হওয়ার অর্থ হল, এর তাযীম মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। তবে মক্কা শরীফের মত এখানে অন্যায় করার কারণে কোন 'জাযা' বা 'দম' দেওয়া ওয়াজিব নয়।

٣٧٨٥ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ ، وَاِنِّيْ لاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِيْ الاٰنَ ، وَاِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ ، اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ ، وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا ـ

৩৭৮৫। আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী (সা) (মদীনা থেকে) বের হয়ে (উহুদ প্রান্তরে গিয়ে) উহুদের শহীদগণের জন্য জানাযার নামাযের মত নামায আদায় করলেন। এরপর মিম্বরের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি এবং আমিই তোমাদের সাক্ষ্যদাতা। আমি এ মুহূর্তেই আমার হাউয (কাউছার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে অথবা বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), আমাকে পৃথিবীর চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমার ইনতেকালের পর তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে—আমার এ ধরনের কোন আশংকা নেই। তবে আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়বে।

٢١٩٢. بَابُ غَزْوَةُ الرَّجِيْعِ وَرِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَحَدِيْثِ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَاَصْحَابِهِ ، قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ اَنَّهَا بَعْدَ اُحُدٍ

২১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ রাজী, রিল, যাক্‌ওয়ান, বিরে মাউনার যুদ্ধ এবং আযাল, কারাহ, আসিম ইব্ন সাবিত, খুবায়ব (রা) ও তার সঙ্গীদের ঘটনা। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আসিম ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল

٣٧٨٦ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ، فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ، ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَتَبِعُوْهُمْ بِقَرِيْبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى اَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوْهُ فَوَجَدُوْا فِيْهِ نَوًى تَمْرٍ تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى لَحِقُوْهُمْ فَلَمَّا انْتَهٰى عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَؤُا اِلٰى فَدْفَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاَحَاطُوْا بِهِمْ فَقَالُوْا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اِنْ نَزَلْتُمْ اِلَيْنَا اَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً ، فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا فَلاَ اَنْزِلُ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوْهُمْ حَتّٰى قَتَلُوْا عَاصِمًا فِيْ سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ اٰخَرُ ، فَاَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ فَلَمَّا اَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ نَزَلُوْا اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ حَلُّوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا ، فَقَالَ

banglainternet.com

الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ فَأَبٰى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلٰى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتّٰى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ ، فَاشْتَرٰى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتّٰى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسٰى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ ، لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتّٰى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسٰى ، فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَامِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ دَعُونِي ، أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَابِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا ثُمَّ قَالَ :

مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي

وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلٰى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلٰى شَيْءٍ۔

৩৭৮৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নানা আসিম ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল কোথাও প্রেরণ করলেন। যেতে যেতে তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বনী লিহ্‌ইয়ানের নিকট তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দিল। এ সংবাদ পাওয়ার পর বনী লিহ্‌ইয়ানের প্রায় একশ তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাদের প্রতি ধাওঁয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছল, যে স্থানে অবতরণ করে সাহাবীগণ খেজুর খেয়েছিলেন। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা সাহাবীগণ মদীনা থেকে পাথেয়রূপে এনেছিলেন। তখন তারা বলল, এগুলো তো ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি)। এরপর তারা পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ধরে ফেলল। আসিম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে ফাদফাদ নামক টিলায় উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি তোমরা নেমে আস তাহলে আমরা তোমাদের একজনকেও হত্যা করব না। আসিম (রা)

banglainternet.com

বললেন, আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলিম গোয়েন্দা দলের প্রতি আক্রমণ করল এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। এভাবে তারা আসিম (রা)-সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে দিল। এখন শুধু বাকী রইলেন খুবায়ব (রা), যায়দ (রা) এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক) সাহাবী (রা)। পুনরায় তারা তাদেরকে ওয়াদা দিল। এই ওয়াদায় আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা তাদের কাছে নেমে এলেন। এবার তারা তাঁদেরকে কাবু করে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে এর দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথী তৃতীয় সাহাবী (আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক) (রা) বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হলেন না। অবশেষে কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দিল এবং খুবায়ব ও যায়দ (রা)-কে মক্কার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিল। বনী হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফল গোত্রের লোকেরা খুবায়ব (রা)-কে কিনে নিল। কেননা বদর যুদ্ধের দিন খুবায়ব (রা) হারিসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছু দিন বন্দী অবস্থায় কাটান। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলে তিনি নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করার জন্য হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। (পরবর্তীকালে মুসলমান হওয়ার পর) হারিসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করছেন যে, আমি আমার একটি শিশু বাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে চলে যায় এবং তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর বসিয়ে রাখেন। এ সময় তাঁর হাতে ছিল সেই ক্ষুর। এ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। খুবায়ব (রা) তা বুঝতে পেরে বললেন, তাকে মেরে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ইন্শা আল্লাহ্ আমি তা করার নই। সে (হারিসের কন্যা) বলত, আমি খুবায়ব (রা) থেকে উত্তম বন্দী আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। (নামায আদায় করে) তিনি তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে তাহলে আমি (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হত্যার পূর্বে দু'রাকাত নামায আদায়ের সুন্নাত প্রবর্তন করেছেন সর্বপ্রথম তিনিই। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্, তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখুন। এরপর তিনি দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন, "যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন শংকা নেই। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যেকোন পার্শ্বে আমি ঢলে পড়ি।" "আমি যেহেতু আল্লাহ্র পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।" এরপর উকবা ইব্ন হারিস তাঁর দিকে এগিয়ে গেল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসিম (রা)-এর শাহাদতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে কিছু অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ আসিম (রা) বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ্ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসিম (রা)-কে রক্ষা করল। ফলে তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ নিতে সক্ষম হল না।

banglainternet.com

٣٧٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ الَّذِىْ قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ اَبُوْ سِرْوَعَةَ۔

৩৭৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুবায়ব (রা)-এর হত্যাকারী হল আবূ সিরওআ (উকবা ইব্ন হারিস)।

٣٧٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ (ص) سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُوْنَةَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكُمْ اَرَدْنَا اِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُوْنَ فِىْ حَاجَةٍ لِلنَّبِىِّ (ص) فَقَتَلُوْهُمْ فَدَعَا النَّبِىُّ (ص) عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِىْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَذَاكَ بَدْءُ الْقُنُوْتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ * قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ : وَسَاَلَ رَجُلٌ اَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ اَبَعْدَ الرُّكُوْعِ ، اَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ لاَ : بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ۔

৩৭৮৮ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) কোন এক প্রয়োজনে সত্তরজন সাহাবীকে (এক জায়গায়) পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বনী সুলাইম গোত্রের দু'টি শাখা—রিল ও যাকওয়ান বি'রে মাউনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা তো কেবল নবী (সা)-এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। এতদ্সত্ত্বেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল। তাই নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। এভাবেই কুনূত পড়া আরম্ভ হয়। (রাবী বলেন ঃ এর পূর্বে আমরা) কখনো আর কুনূত (এ নাযিলা) পড়িনি। আবদুল আযীয (র) বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কুনূত কি রুকূর পর পড়তে হবে না কিরাত শেষ করে পড়তে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, কিরাত শেষ করে পড়তে হবে।

٣٧٨٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ۔

৩৭৮৯ মুসলিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রের প্রতি বদদোয়া করার জন্য নামাযে রুকূর পর কুনূত পাঠ করেছেন।

٣٧٩٠ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِىْ لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَلٰى عَدُوٍّ فَاَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ فِىْ زَمَانِهِمْ ، كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ ، حَتّٰى كَانُوْا بِبِئْرِ

banglainternet.com

مَعُوْنَةَ قَتَلُوْهُمْ وَغَدَرُوْا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ (ص) فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ فِي الصُّبْحِ عَلَى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لَحْيَانَ ، قَالَ اَنَسٌ فَقَرَاْنَا فِيْهِمْ قُرْاٰنًا ثُمَّ اِنَّ ذٰلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ (ص) قَنَتَ شَهْرًا فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ ـ زَادَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ اُولٰئِكَ السَّبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ قُتِلُوْا بِبِئْرٍ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنًا كِتَابًا نَحْوَهُ ـ

৩৭৯০ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনূ লিহ্‌ইয়ানের লোকেরা শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে সত্তরজন আনসার সাহাবী পাঠিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন। সেকালে আমরা তাদেরকে ক্বারী নামে অভিহিত করতাম। তারা দিনের বেলা লাকড়ি কুড়াতেন এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতেন। যেতে যেতে তাঁরা বি'রে মাউনার নিকট পৌছলে তারা (আমির ইব্‌ন তোফায়লের আহবানে ঐ গোত্র চতুষ্টয়ের লোকেরা) তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁদেরকে শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র তথা রিল, যাক্‌ওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহ্‌ইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সম্পর্কিত কিছু আয়াত আমরা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। (একটি আয়াত ছিল) بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا অর্থাৎ আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। কাতাদা (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে আরবের কতিপয় গোত্র—তথা রি'ল, যাক্‌ওয়ান, উসায়্যা এবং বনূ লিহ্‌ইয়ানের প্রতি বদদোয়া করে কুনূত পাঠ করেছেন। [ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদ] খলীফা (র) এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন যুরায় (র) সাঈদ ও কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা ৭০ জন সকলেই ছিলেন আনসার। তাঁদেরকে বি'রে মাউনা নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, এখানে قُرْاٰن শব্দটি কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٧٩١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ خَالَهُ اَخُوْ لِاُمِّ سُلَيْمٍ فِيْ سَبْعِيْنَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيْسَ الْمُشْرِكِيْنَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُوْنُ لَكَ اَهْلُ السَّهْلِ وَلِيَ اَهْلُ الْمَدَرِ اَوْ اَكُوْنُ خَلِيْفَتَكَ اَوْ اَغْزُوْكَ بِاَهْلِ غَطَفَانَ بِاَلْفٍ وَاَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِيْ بَيْتِ اُمِّ فُلَانٍ فَقَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبِكْرِ فِيْ بَيْتِ امْرَاَةٍ مِنْ اٰلِ فُلَانٍ ائْتُوْنِيْ

بِفَرَسِيْ ، فَمَاتَ عَلٰى ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ اَخُوْ اُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ وَرَجُلٌ اَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ كُوْنَا قَرِيْبًا حَتّٰى اٰتِيَهُمْ فَاِنْ اٰمَنُوْنِيْ كُنْتُمْ وَاِنْ قَتَلُوْنِيْ اَتَيْتُمْ اَصْحَابَكُمْ ، فَقَالَ اَتُؤْمِنُوْنِيْ اُبَلِّغْ رِسَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَاَوْمَوْا اِلٰى رَجُلٍ فَاَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ اَحْسِبُهُ حَتّٰى انْتَهٰى بِالرُّمْحِ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقَتَلُوْا كُلَّهُمْ غَيْرَ الْاَعْرَجِ كَانَ فِيْ رَاْسِ جَبَلٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوْخِ : اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَيْهِمْ ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لَحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

৩৭৯১ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁর মামা উম্মে সুলায়মানের (আনাসের মা) ভাই [হারাম ইব্ন মিলহান (রা)]-কে সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমির ইব্ন তুফায়েলের নিকট) পাঠালেন। মুশরিকদের দলপতি আমির ইব্ন তুফায়েল (পূর্বে) নবী (সা)-কে তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, পল্লী এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব থাকবে এবং শহর এলাকায় আমার কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা হব বা গাতফান গোত্রের দুই হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এরপর আমির উম্মে ফুলানের গৃহে মহামারিতে আক্রান্ত হল। সে বলল, অমুক গোত্রের মহিলার বাড়িতে উটের যেমন ফোঁড়া হয় আমারও তেমন ফোঁড়া হয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে আস। তারপর (ঘোড়ায় আরোহণ করে) অশ্বপৃষ্ঠেই সে মৃত্যুবরণ করে। উম্মে সুলাইম (রা)-এর ভাই হারাম [ইব্ন মিলহান (রা)] এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন এক গোত্রের অপর এক ব্যক্তি সহ সে এলাকার দিকে রওয়ানা করলেন। [হারাম ইব্ন মিলহান (রা)] তার দুই সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিকটেই অবস্থান কর। আমিই তাদের নিকট যাচ্ছি। তারা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি তারা আমাকে শহীদ করে দেয় তাহলে তোমরা তোমাদের নিজেদের সাথীদের কাছে চলে যাবে। এরপর তিনি (তাদের নিকট গিয়ে) বললেন, তোমরা (আমাকে) নিরাপত্তা দিবে কি? দিলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতাম। তিনি তাদের সাথে এ ধরনের আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় তারা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলে সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। হাম্মাম (র) বলেন, আমার মনে হয় আমার শায়খ [ইসহাক (র)] বলেছিলেন যে, বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার ওপার করে দিয়েছিল। (আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে) হারাম ইব্ন মিলহান (রা) বললেন, আল্লাহু আকবর, কাবার প্রভুর শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি। এরপর উক্ত (হারামের সঙ্গী) লোকটি (অপেক্ষমান সাথীদের সাথে) মিলিত হলেন। তারা হারামের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই নিহত হলেন। খোঁড়া লোকটি ছিলেন পাহাড়ের চূড়ায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি (একখানা) আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল এই ঃ اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا "আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।" তাই নবী (সা) ত্রিশ দিন পর্যন্ত

banglainternet.com

ফজরের নামাযে রি'ল, যাক্ওয়ান, বনূ লিহ্ইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।

٣٧٩٢ حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدَّمِ هٰكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ

৩৭৯২ হিব্বান (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর মামা হারাম ইব্ন মিলহান (রা)-কে বি'রে মাউনার দিন বর্শা বিদ্ধ করা হলে তিনি এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের চেহারা ও মাথায় মেখে বললেন, কা'বার প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।

٣٧٩٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ (ص) أَبُو بَكْرٍ فِي الْخُرُوجِ حِينَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذٰى ، فَقَالَ لَهُ أَقِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَقُولُ إِنِّي لَأَرْجُو ذٰلِكَ قَالَتْ فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاىَ فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّحْبَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) الصُّحْبَةَ ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيُّ (ص) إِحْدَاهُمَا وَهِيَ الْجَدْعَاءُ فَرَكِبَا ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى أَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثَوْرٍ فَتَوَارَيَا فِيهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُو عَائِشَةَ لِأُمِّهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدْلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُعْقِبَانِهِ حَتّٰى قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِبِئْرِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هٰذَا فَأَشَارَ إِلَى قَتِيلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ ، هٰذَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى لَأَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ وُضِعَ فَأَتَى النَّبِيُّ (ص) خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا ـ

banglainternet.com

৩৭৯৬ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার কাফেরদের) অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে আবূ বকর (রা) (মক্কা থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে বললেন, (আরো কিছুদিন) অবস্থান কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আশা করেন যে, আপনাকে অনুমতি দেওয়া হোক? তিনি বললেন, আমি তো তাই আশা করি। আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) এর জন্য অপেক্ষা করলেন। একদিন যোহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে তাঁকে [আবূ বকর (রা)-কে] ডেকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, এরা তো আমার দু'মেয়ে (আয়েশা ও আসমা)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি জান আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার সাথে যেতে পারব? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ আমার সাথে যেতে পারবে। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটনী আছে। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই এ দু'টিকে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। এরপর তিনি নবী করীম (সা) -কে দুটি উটের একটি উট প্রদান করলেন। এ উটটি ছিল কান-নাক কাটা। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং গারে সাওরে পৌছে সেখানে আত্মগোপন করলেন। আয়েশা (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভাই আমির ইব্ন ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন তুফায়ল ইব্ন সাখ্বারার গোলাম। আবূ বকর (রা)-এর একটি দুধের গাভী ছিল। তিনি (আমির ইব্ন ফুহায়রা) সেটিকে সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাদের (মক্কার কাফেরদের) কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা তাঁদের উভয়ের কাছে নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই এ বিষয়টি বুঝতে পারত না। নবী (সা) ও আবূ বকর (রা) গারে সাওর থেকে বের হলে তিনিও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা পৌছে যান। আমির ইব্ন ফুহায়রা পরবর্তীকালে বি'রে মাউনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। (অন্য সনদে) আবূ উসামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইব্নে উরওয়া (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আমাকে বলেছেন, বি'রে মাউনার যুদ্ধে শাহাদতবরণকারিগণ শহীদ হলে আমর ইব্ন উমাইয়া যাম্‌রী বন্দী হলেন। তাঁকে আমির ইব্ন তুফায়ল নিহত আমির ইব্ন ফুহায়রার লাশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তি কে? আমর ইব্ন উমাইয়া বললেন, ইনি হচ্ছেন আমির ইব্ন ফুহায়রা। তখন সে (আমির ইব্ন তুফায়ল) বলল, আমি দেখলাম, নিহত হওয়ার পর তার লাশ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তার লাশ আসমান যমীনের মাঝে দেখেছি। এরপর তা রেখে দেয়া হল (যমিনের উপর)। এ সংবাদ নবী (সা) -এর কাছে পৌছলে তিনি সাহাবীগণকে তাদের শাহাদতের সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমাদের সাথীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট—এ সংবাদ আমাদের ভাইদের কাছে পৌছে দিন। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁদের এ সংবাদ মুসলমানদের কাছে পৌছিয়ে দিলেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইব্ন আসমা ইব্ন সাল্লাত (রা)-ও ছিলেন। তাই এ নামেই উরওয়া (ইব্ন যুবায়রের)-এর নামকরণ করা হয়েছে। আর মুনযির ইব্ন আমর (রা)-ও এ দিন শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাই এ নামেই মুনযির-এর নামকরণ করা হয়েছে।

banglainternet.com

٣٧٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

قَنَتَ النَّبِيُّ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُوْلُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

৩৭৯৪ মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। এতে তিনি রি'ল, যাক্ওয়ান গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছেন। তিনি বলেন, উসায়্যা গোত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

٣٧٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ (ص) عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلاَثِيْنَ صَبَاحًا حِيْنَ يَدْعُوْا عَلٰى رِعْلٍ وَ لِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (ص) قَالَ اَنَسٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ (ص) فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوْا اَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنًا قَرَاْنَاهُ حَتّٰى نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ ـ

৩৭৯৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বি'রে মাউনার নিকট নবী (সা)-এর সাহাবীগণকে শহীদ করেছিল সে হত্যাকারী রি'ল, যাক্ওয়ান, বনী লিহ্ইয়ান এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি নবী (সা) ত্রিশদিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদদোয়া করেছেন। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, বি'রে মাউনা নামক স্থানে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি আয়াত নাযিল করেছিলেন। আমরা তা পাঠ করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। (আয়াতটি হল) بَلِّغُوْا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ -অর্থাৎ আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।

٣٧٩٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ فَاِنَّ فُلاَنًا اَخْبَرَنِيْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلاً اِلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَهْدٌ قِبَلَهُمْ فَظَهَرَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ ـ

৩৭৯৬ মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ..... আসিমুল আহ্ওয়াল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে নামাযে (দোয়া) কুনূত পড়তে হবে কি না—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়তে হবে। আমি বললাম, রুকূর আগে পড়তে হবে, না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি আপনার সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি রুকূর

banglainternet.com

পর কুনূত পাঠ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র একমাস পর্যন্ত রুকূর পর কুনূত পাঠ করেছেন। এর কারণ ছিল এই যে, নবী (সা) সত্তরজন কারীর একটি দলকে মুশরিকদের নিকট কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাদের মধ্যে চুক্তি ছিল। তারা (আক্রমণ করে সাহাবীগণের উপর) বিজয়ী হল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি বদদোয়া করে নামাযে রুকূর পর এক মাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেছেন।

٢١٩٣. بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كَانَتْ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ

২১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। মূসা ইব্ন উকবা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল

٣٧٩٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ۔

৩৭৯৭ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি (ইব্ন উমর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করার পর নবী (সা) তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য) নিজেকে পেশ করলে নবী (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স পনের বছর।

٣٧٩٨ حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُوْنَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ۔

৩৭৯৮ কুতায়বা (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরিখা খননের কাজে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তাঁরা পরিখা খনন করছিলেন আর আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (আমাদের জন্য দোয়া করে) বলছিলেন, হে আল্লাহ্, আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। আপনি মুহাজির এবং আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন।

٣٧٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ

banglainternet.com

الْأُخْرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ـ

৩৭৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। এ সময় মুহাজির এবং আনসারগণ ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম ছিল না যারা তাদের পক্ষ হতে এ কাজ আ াম দিবে। যখন নবী (সা) তাদের অনাহার ও কষ্ট ক্লেশ দেখতে পান, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি; তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবীগণ এর উত্তরে বললেন, "আমরা সে সব লোক, যারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত।"

٣٨٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلَى مُتُوْنِهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْاِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا ـ

قَالَ يَقُوْلُ النَّبِىُّ (ص) وَهُوَ يُجِيْبُهُمْ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ، قَالَ يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّىْ مِنَ الشَّعِيْرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوْضَعُ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِىَ بَشِعَةٌ فِى الْحَلْقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُنْتِنٌ ـ

৩৮০০ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছিলেন এবং নিজ নিজ পিঠে মাটি বহন করছিলেন। আর (আনন্দ কণ্ঠে) আবৃত্তি করছিলেন, "আমরা তো সে সব লোক যারা ইসলামের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিনের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) তাদের এ কথার উত্তরে বলতেন, হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই, তাই আনসার ও মুহাজিরদের কাজে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী [আনাস (রা)] বর্ণনা করছেন যে, (পরিখা খননের সময়) তাদেরকে এক মুষ্টি ভরে যব দেওয়া হত। তা বাসি, স্বাদবিকৃত চর্বিতে মিশিয়ে খানা পাকিয়ে ক্ষুধার্ত কাওমের সামনে পরিবেশন করা হত। অথচ এ খাদ্য ছিল একেবারে স্বাদহীন ও ভীষণ দুর্গন্ধময়।

٣٨٠١ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِىَّ (ص) فَقَالُوْا هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ فَقَالَ اَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ لَا نَذُوْقُ ذَوَاقًا فَاَخَذَ النَّبِىُّ (ص)

banglainternet.com

الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِيْ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ (ص) شَيْئًا مَا كَانَ فِيْ ذٰلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ، قَالَتْ عِنْدِيْ شَعِيْرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ حَتّٰى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ (ص) وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ طُعَيِّمٌ لِيْ فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كَمْ هُوَ ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيْرٌ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لَهَا : لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّوْرِ حَتّٰى آتِيَ ، فَقَالَ قُوْمُوْا فَقَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ (ص) بِالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَلَا تَضَاغَطُوْا ، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّوْرَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلٰى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَغْرِفُ حَتّٰى شَبِعُوْا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِيْ هٰذَا وَأَهْدِيْ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ـ

৩৮০১ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আয়মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এ সময় একখণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, খন্দকের মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাংতে পারছি না)। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোন কিছুর স্বাদও গ্রহণ করিনি। তখন নবী (সা) একখানা কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ি পৌঁছে) আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, নবী (সা)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখলাম যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? সে বলল, আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। তখন বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম। এবং সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। এরপর গোশ্‌ত ডেক্‌চিতে দিয়ে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। এ সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার উপর ছিল ও গোশ্‌ত প্রায় রান্না হয়ে আসছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দুইজন সাথে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, কি পরিমাণ খাবার আছে? আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, এ তো অনেক ও উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত উনান থেকে ডেকচি ও রুটি না নামায়। এরপর তিনি বললেন, উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে) মুহাজিরগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। জাবির (রা) তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কি হবে?) নবী (সা) তো মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, তিনি কি আপনাকে

banglainternet.com

জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর নবী (সা) (উপস্থিত হয়ে) বললেন, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না। এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর উপর গোশ্‌ত দিয়ে সাহাবীগণের নিকট তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি এবং উনান ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তাই তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, এ তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।

٣٨٠٢ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَاَيْتُ بِالنَّبِيِّ (ص) خَمَصًا شَدِيْدًا ، فَانْكَفَاْتُ اِلَى امْرَاَتِيْ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) خَمَصًا شَدِيْدًا فَاَخْرَجَتْ اِلَيَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ اِلَى فَرَاغِيْ وَقَطَّعْتُهَا فِيْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِيْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سَوْرًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتّٰى اَجِيْءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَقْدُمُ النَّاسَ حَتّٰى جِئْتُ امْرَاَتِيْ فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ قُلْتِ فَاَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِيْ ، وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ اَلْفٌ فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَكَلُوْا حَتّٰى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَاِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَاِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

৩৮০২ আমর ইব্‌ন আলী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী (সা)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম এবং গোশ্‌ত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসুন। তখন নবী (সা) উচ্চ স্বরে সবাইকে বললেন,

banglainternet.com

হে পরিখা খননকারিগণ! জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার আসার পূর্বে তোমাদের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবা-ই-কিরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। (তুমি এ কি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে নগণ্য) আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, (হে জাবির) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশ্‌ত পরিবেশন করুক। তবে (চুলা থেকে) ডেকচি নামাবে না। তাঁরা (আগন্তুক সাহাবা-ই-কিরাম) ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরি হচ্ছিল।

٣٨٠٣ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ قَالَتْ كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ـ

৩৮০৩ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু অঞ্চল ও নীচু অঞ্চল হতে এবং তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল .... (৩৩ : ১০) তিনি বলেন, এ আয়াতখানা খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

٣٨٠٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ أَوِ اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ :

وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا أَبَيْنَا

৩৮০৪ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধের দিন মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ হেদায়েত না করলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, দান সদকা করতাম না, এবং নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং (হে আল্লাহ্!) আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং আমাদেরকে শত্রুর সাথে মুকাবিলা

banglainternet.com

করার সময় দৃঢ়পদ রাখুন। নিশ্চয়ই মক্কাবাসীরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে। যখনই তারা ফিতনার প্রয়াস পেয়েছে তখনই আমরা উপেক্ষা করেছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী (সা) উচ্চ স্বরে "উপেক্ষা করেছি", "উপেক্ষা করেছি" বলে উঠেছেন।

٣٨٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ۔

৩৮০৫ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে পুবালি বায়ু দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

٣٨٠٦ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ ، حَتَّى وَارَى عَنِّي الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ ، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ يَقُولُ :

اَللَّهُمَّ لَوْ لاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا ۔

৩৮০৬ আহ্মাদ ইব্ন উসমান (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন করেছেন। আমি তাঁকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধূলাবালি পড়ার কারণে তার পেটের চামড়া ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তিনি অধিক পশম বিশিষ্ট ছিলেন। সে সময় আমি নবী (সা)-কে মাটি বহন করা অবস্থায় ইব্ন রাওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি যদি হেদায়েত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং আমরা নামাযও আদায় করতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার রহমত নাযিল করুন এবং দুশমনের মুকাবিলা করার সময় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। অবশ্য মক্কাবাসীরাই আমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেছে। তারা ফিত্না বিস্তার করতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্ণনাকারী (বারা) বলেন, শেষ পঙক্তিটি আবৃত্তি করার সময় তিনি তা প্রলম্বিত করে পড়তেন।

banglainternet.com

٣٨٠٧ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الْخَنْدَقِ ـ

৩৮০৭ আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম আমি যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি তা ছিল খন্দকের যুদ্ধ।

٣٨٠٨ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا تَنْطُفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ مَاتَرَيْنَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِىْ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ فَقَالَتِ الْحَقْ فَاِنَّهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ وَاَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ فِىْ احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتّٰى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَتَكَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ اَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ اَبِيْهِ ، قَالَ حَبِيْبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلاَّ اَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَلَلْتُ حُبْوَتِىْ وَهَمَمْتُ اَنْ اَقُوْلَ اَحَقُّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَاَبَاكَ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، فَخَشِيْتُ اَنْ اَقُوْلَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّىْ غَيْرُ ذٰلِكَ ، فَذَكَرْتُ مَا اَعَدَّ اللّٰهُ فِىْ الْجِنَانِ ، قَالَ حَبِيْبٌ حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ * قَالَ مَحْمُوْدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا ـ

৩৮০৮ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাফসা (রা)-এর নিকট গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেণি থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন, নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকজন কি কাণ্ড করছে। ইমারত ও নেতৃত্বের কিছুই আমাকে দেওয়া হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি গিয়ে তাদের সাথে যোগ দিন। কেননা তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে দূরে সরে থাকার কারণে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। হাফসা (রা) তাঁকে (এ কথা) বলতে থাকেন। (অবশেষে) তিনি (সেখানে) গেলেন। এরপর লোকজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মুআবিয়া (রা) বক্তৃতা দিয়ে বললেন, ইমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে সে আমাদের সামনে মাথা উঁচু করুক। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চাইতে অধিক হকদার। তখন হাবীব ইব্ন মাসলামা (র) তাঁকে বললেন, আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের চাদর ঠিক করলাম এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তিই অধিক হকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার সাথে লড়াই করেছেন। তবে আমার এ কথায় (মুসলমানদের মাঝে) অনৈক্য সৃষ্টি হবে, অযথা রক্তপাত হবে এবং আমার এ কথার অপব্যাখ্যা করা হবে এ আশংকায় এবং আল্লাহ্ জান্নাতে যে নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন তার কথা স্মরণ করে আমি উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকি। তখন হাবীব (র) বললেন, এভাবেই আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন এবং বেঁচে গিয়েছেন।

banglainternet.com

٣٨٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) يَوْمَ

الْاَحْزَابِ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا ـ

৩৮০৯ আবূ নূআইম (র) ..... সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নবী (সা) বলেছেন যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, তারা আর আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে পারবে না।

٣٨١٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ حِيْنَ اُجْلَى الْاَحْزَابُ عَنْهُ اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ ـ

৩৮১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা ছেড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এখন থেকে আমরাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না। আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়েই আক্রমণ করব।

٣٨١١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَاَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَ قُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ ـ

৩৮১১ ইসহাক (র) ..... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন (কাফের মুশরিকদের প্রতি) বদদোয়া করে বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের ঘরবাড়ি ও কবর আগুন দ্বারা ভরপুর করে দিন। কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে ব্যস্ত করে) মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গিয়েছে।

٣٨١٢ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّيَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بُطْحَانَ فَتَوَضَّاَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّاْنَا لَهَا فَصَلّٰى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

৩৮১২ মক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দক যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এসে কুরাইশ কাফেরদের গালি দিতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আজ) সূর্যাস্তের পূর্বে আমি (আসর) নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমিও আজ এ নামায আদায় করতে পারিনি। [জাবির ইব্ন

banglainternet.com

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন] এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে বুতহান উপত্যকায় গেলাম। এরপর তিনি নামাযের জন্য ওযূ করলেন। আমরাও নামাযের জন্য ওযূ করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পর প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

٣٨١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْاَحْزَابِ مَنْ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ، ثُمَّ قَالَ : اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَاِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ـ

৩৮১৩ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কুরাইশ কাফেরদের খবর আমাদের নিকট এনে দিতে পারবে কে? যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] আবার বললেন, কুরাইশদের খবর আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? তখনও যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তিনি পুনরায় বললেন, কুরাইশদের সংবাদ আমাদের নিকট কে এনে দিতে পারবে? এবারও যুবায়র (রা) বললেন, আমি পারব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিল। আমার হাওয়ারী হল যুবায়র।

٣٨١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَقُوْلُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَ غَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَاشَيْءَ بَعْدَهُ ـ

৩৮১৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (খন্দকের যুদ্ধের সময়) বলতেন, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তারপর আর কিছুই থাকবে না অথবা এরপর আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

٣٨١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَعَبْدَةُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ ، اَللّٰهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ـ

৩৮১৫ মুহাম্মদ (ইব্ন সালাম) (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন, কিতাব নাযিলকারী ও হিসেব গ্রহণে তৎপর হে আল্লাহ্! আপনি কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাজিত এবং ভীত ও কম্পিত করে দিন।

banglainternet.com

٣٨١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ اَوِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَاُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ، اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

৩৮১৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা থেকে ফিরে এসে প্রথমে তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী। আমরা আমাদের প্রভুর দরবারেই সিজদা নিবেদনকারী, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

٢١٩٤. بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ (ص) مِنَ الْاَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ اِلٰى بَنِى قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ اِيَّاهُمْ

২১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং বনূ কুরায়যার প্রতি তাঁর অভিযান ও তাদের অবরোধ

٣٨١٧ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ (ص) مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ ، اَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ فَاخْرُجْ اِلَيْهِمْ قَالَ فَاِلٰى اَيْنَ؟ قَالَ هَاهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) اِلَيْهِمْ۔

৩৮১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমরাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) এসে বললেন, আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র (খুলে) রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এখনো তা খুলিনি। চলুন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বনূ কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ঐদিকে। তখন নবী (সা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

banglainternet.com

٣٨١٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاَنِّىْ

اَنْظُرُ اِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِيْ زُقَاقِ بَنِيْ غَنْمٍ مَرْكِبَ جِبْرِيْلَ حِيْنَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ -

৩৮১৮ মূসা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ কুরায়যার মহল্লার দিকে যাচ্ছিলেন তখন [জিব্‌রাঈল (আ)-এর অধীন] ফেরেশতা বাহিনীও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন, এমনকি (পথিমধ্যে) বনূ গানম গোত্রের গলিতে জিব্‌রাঈল বাহিনীর গমনে উত্থিত ধূলিরাশি এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

٣٨١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ الْاَحْزَابِ لَايُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ ، فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّيْ حَتّٰى نَاْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ-

৩৮১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আহ্যাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর) বলেছেন, বনূ কুরায়যার মহল্লায় না পৌছে কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার পূর্বে নামায আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই নামায আদায় করব, কেননা নবী (সা)-এর নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি নবী (সা)-এর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

٣٨٢٠ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَ حَدَّثَنِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ (ص) النَّخَلَاتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَاِنَّ اَهْلِيْ اَمَرُوْنِيْ اَنْ اٰتِيَ النَّبِيَّ (ص) فَاَسْاَلَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَعْطَوْهُ اَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ اَعْطَاهُ اُمَّ اَيْمَنَ فَجَاءَتْ اُمُّ اَيْمَنَ ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِيْ عُنُقِيْ تَقُوْلُ : كَلَّا وَالَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيْكَهُمْ وَقَدْ اَعْطَانِيْهَا اَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ (ص) يَقُوْلُ لَكِ كَذَا وَتَقُوْلُ كَلَّا وَاللّٰهِ حَتّٰى اَعْطَاهَا حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ اَمْثَالِهِ اَوْ كَمَا قَالَ-

৩৮২০ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ ও খলীফা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ব্যয় নির্বাহের জন্য) লোকেরা নবী (সা)-কে খেজুর বৃক্ষ হাদিয়া দিতেন। অবশেষে তিনি বনী নাযীর এবং বনী কুরায়যার উপর জয়লাভ করলে আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আদেশ করল, যেন আমি নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ তাঁর নিকট

banglainternet.com

থেকে ফেরত আনার জন্য আবেদন করি। অথচ নবী (সা) ঐ গাছগুলো উম্মে আয়মান (রা)-কে দান করে দিয়েছিলেন। এ সময় উম্মে আয়মান (রা) আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বললেন, এ কখনো হতে পারে না। সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি ঐ বৃক্ষগুলো তোমাকে আর দেবেন না। তিনি তো এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন। এদিকে নবী (সা) বলছিলেন, তুমি ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে আমার নিকট থেকে এ-ই এ-ই পাবে। কিন্তু উম্মে আয়মান (রা) বলছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী (সা) তাকে (অনেক বেশি) দিলেন। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, আমার মনে হয় নবী (সা) তাকে [উম্মে আয়মান (রা)-কে] বলেছেন, এর দশগুণ অথবা যেমন তিনি বলেছেন।

٣٨٢١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَزَلَ اَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ (ص) اِلٰى سَعْدٍ فَاَتٰى عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ اَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ فَقَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيُّهُمْ ، قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ـ

৩৮২১ | মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে বনী কুরায়যা গোত্রের লোকেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সা) সা'দকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। এরপর তিনি গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতা বা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। (তিনি আসলে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে। নবী (সা) বললেন, হে সা'দ! তুমি আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক ফয়সালা করেছ। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন, তুমি রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক ফয়সালা করেছ।

٣٨٢٢ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ (ص) خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَاْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَاَيْنَ فَاَشَارَ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاَتَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَنَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ اِلٰى سَعْدٍ قَالَ فَاِنِّيْ اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ اَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ ، وَاَنْ تُقْسَمَ اَمْوَالُهُمْ ، قَالَ هِشَامٌ فَاَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَعْدًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ

banglainternet.com

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ (ص) وَأَخْرَجُوهُ ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرْعَهُمْ ، وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ

৩৮২২ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা) আহত হয়েছিলেন। কুরাইশ গোত্রের হিব্বান ইব্ন ইরকা নামক এক ব্যক্তি তাঁর উভয় বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীর বিদ্ধ করেছিল। কাছে থেকে তার শুশ্রূষা করার জন্য নবী (সা) মসজিদে নববীতে একটি খিমা তৈরি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন হাতিয়ার রেখে গোসল সমাপন করলেন তখন জিব্রাঈল (আ) তাঁর মাথার ধূলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি তো হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি এখনো তা রেখে দেইনি। চলুন তাদের প্রতি। নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায়? তিনি বনী কুরায়যা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার মহল্লায় এলেন। পরিশেষে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা মেনে নিয়ে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সা'দ (রা)-এর উপর অর্পণ করলেন। তখন সা'দ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ (মুসলমানদের মধ্যে) বণ্টন করে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা [উরওয়া (রা)] আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রা) (বনূ কুরায়যার ঘটনার পর) আল্লাহ্র কাছে এ বলে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তো জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি (খন্দক যুদ্ধের পর) আপনি তো আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন তবে এখনো যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ বাকী থেকে থাকে তাহলে আমাকে সে জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, যেন আমি আপনার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করুন এবং এতেই আমার মৃত্যু ঘটান। এরপর তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা ভীত হয়ে বললেন, হে তাঁবুবাসিগণ আপনাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে আসছে? পরে তাঁরা দেখলেন যে, সা'দ (রা)-এর ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অবশেষে এ জখমের কারণেই তিনি মারা যান।

banglainternet.com

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ (ص) لِحَسَّانٍ اُهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ وَزَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَاِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ۔

৩৮২৩ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... আদি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সা) হাস্‌সান (রা)-কে বলেছেন, কবিতার মাধ্যমে তাদের (কাফেরদের) দোষক্রটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষক্রটি বর্ণনা করার জবাব দাও। (তোমার সাহায্যার্থে) জিব্‌রাঈল (আ) তোমার সাথে থাকবেন। (অন্য এক সনদে) ইব্‌রাহীম ইব্ন তাহ্‌মান (র).....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বনী কুরায়যার সাথে যুদ্ধ করার দিন হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা)-কে বলেছিলেন (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা কর। এ ব্যাপারে জিব্‌রাঈল (আ) তোমার সাথে থাকবেন।

٢١٩٥ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنِيْ ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطَفَانَ، فَنَزَلَ نَخْلاً وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ لاَنَّ اَبَا مُوْسٰى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَجَاءٍ اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ (ص) صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِيْ غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلّٰى النَّبِيُّ (ص) الْخَوْفَ بِذِيْ قَرَدٍ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلّٰى النَّبِيُّ (ص) بِهِمْ يَوْمَ مُحَارِبٍ وَثَعْلَبَةَ ، وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) اِلٰى ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ، وَاَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلّٰى النَّبِيُّ (ص) رَكْعَتَيِ الْخَوْفِ ۞ وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْقَرَدِ

২১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুর রিকার যুদ্ধ। গাতফানের শাখা গোত্র বনূ সালাবার অন্তর্গত খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাখল নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। খায়বার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেননা আবূ মূসা (রা) খায়বার যুদ্ধের পর (হাবশা থেকে) এসেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) সপ্তম যুদ্ধ তথা যাতুর রিকার যুদ্ধে তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইব্ন আব্বাস (র) বলেছেন, নবী (সা) যূকারাদের যুদ্ধে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। বকর ইব্ন সাওয়াদা (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে,

banglainternet.com

মুহারিব ও সালাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় নবী (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। ইব্ন ইসহাক (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাখল নামক স্থান থেকে যাতুর রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের সম্মুখীন হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ পরস্পর ভীতি প্রদর্শন করেছিল মাত্র। তখন নবী (সা) দু'রাকাত সালাতুল খাওফ আদায় করেন। ইয়াযীদ (র) সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে যূকারাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম

٣٨٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِيْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِيْ وَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلٰى اَرْجُلِنَا . وَحَدَّثَ اَبُوْ مُوْسٰى بِهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ اَصْنَعُ بِاَنْ اَذْكُرَهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ اَفْشَاهُ۔

৩৮২৪ মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা নবী (সা)-এর সাথে রওয়ানা করলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পালাক্রমে আমরা এর পিঠে আরোহণ করতাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে যায়। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে পড়ল নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে যাতুর রিকা যুদ্ধ বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দ্বারা পট্টি বেঁধেছিলাম। আবূ মূসা (রা) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না। সম্ভবত তিনি তার কোন আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।

٣٨٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلّٰى صَلاَةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ * وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِنَخْلٍ فَذَكَرَ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذَالِكَ اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) فِيْ غَزْوَةِ بَنِيْ اَنْمَارٍ۔

banglainternet.com

৩৮২৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সালিহ্ ইব্ন খাওয়াত (রা) এমন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যিনি যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক (নামায আদায়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাতারে দাঁড়ালেন এবং অপর দলটি রইলেন শত্রুর সম্মুখীন। এরপর তিনি তাঁর সাথে দাঁড়ানো দলটি নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুকতাদিগণ তাদের নামায পুরা করে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দ্বিতীয় দলটি এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। এবার মুকতাদিগণ তাদের নিজেদের নামায সম্পূর্ণ করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

মুআয (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা নাখল নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর জাবির (রা) সালাতুল খাওফের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) বলেছেন, সালাতুল খাওফ সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনেছি এর মধ্যে এ হাদীসটিই সবচেয়ে উত্তম। লাইস (র) ..... কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ (রা) থেকে নবী (সা) গাযওয়ায়ে বনূ আনমারে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এই বর্ণনায় মুয়ায (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٨٢٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّيْ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ فِيْ مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلَاءِ اِلَى مَقَامِ اُولٰئِكَ فَيَجِيْءُ اُولٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَهُ ثِنْتَانِ ، ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ۔

৩৮২৬ মুসাদ্দাদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (সালাতুল খাওফে) ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। মুকতাদীদের একদল থাকবেন তাঁর সাথে। এবং অন্যদল শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। তখন ইমাম তাঁর পেছনে একতেদাকারী লোকদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর একতেদাকারীগণ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রুকূ ও দু' সিজদাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করে ঐ দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন। এরপর তারা এসে একতেদা করার পর ইমাম তাদের নিয়ে আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন। এভাবে ইমামের দু'রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর মুকতাদিগণ রুকূ সিজদাসহ আরো এক রাকাত নামায আদায় করবেন।

٣٨٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) مِثْلَهُ۔

banglainternet.com

৩৮২৭ মুসাদ্দাদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ يَحْيٰى سَمِعَ الْقَاسِمَ اَخْبَرَنِيْ صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلٍ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ ـ

৩৮২৮ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ্ (র) ..... সাহ্ল (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ ـ

৩৮২৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুকাবিলা করেছিলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

٣٨٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ اُولٰئِكَ فَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ ـ

৩৮৩০ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (সৈন্যদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে) একদল সাথে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। অন্যদলকে নিয়োজিত রেখেছেন শত্রুর মুকাবিলায়। তারপর (যে দল তাঁর সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করেছেন) তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় নিজ সাথীদের স্থানে চলে গেলেন। অন্যদল (যারা শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন) চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তাঁরা তাদের বাকী আরেক রাকাত আদায় করলেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার পূর্বের দলটি এসে নিজেদের অবশিষ্ট রাকাতটি পূর্ণ করলেন।

٣٨٣١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سِنَانٌ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قِبَلَ نَجْدٍ وَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِيْ سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَفَلَ مَعَهُ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) تَحْتَ

banglainternet.com

سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ اِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْعُوْنَ فَجِئْنَاهُ فَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَبِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِيْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِيْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَهَاهُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) * وَقَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَاِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ (ص) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ (ص) مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِيْ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اللّٰهُ فَتَهَدَّدَهُ اَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ (ص) اَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ اِسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَاتَلَ فِيْمَا مُحَارِبَ خَصَفَةَ وَقَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ص) بِنَخْلٍ فَصَلّٰى الْخَوْفَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَاِنَّمَا جَاءَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) اَيَّامَ خَيْبَرَ ـ

৩৮৩১ আবুল ইয়ামান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। (অন্য এক সনদে) ইসমাঈল (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নাজ্দ এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) (সেখান থেকে) প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে কাঁটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাঁদের ভীষণ গরম অনুভূত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখানেই অবতরণ করলেন। লোকজন সবাই ছায়াবান গাছের খোঁজে কাঁটাবনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে লটকিয়ে রাখলেন। জাবির (রা) বলেন, সবেমাত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে এক বেদুঈন বসা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচিয়ে ধরলে আমি জাগ্রত হই। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্! দেখ না, এ-ই তো সে বসা আছে। (এ জঘন্যতম অপরাধের পরও) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি। (অপর এক সনদে) আবান (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌছলে নবী (সা)-এর আরামের জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে লটকানো নবী (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন, না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্। এরপর নবী (সা)-এর সাহাবিগণ তাকে ধমক দিলেন। এরপর নামায আরম্ভ হলে তিনি

banglainternet.com

মুসলমানদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারা এখান থেকে হটে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরো দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। এভাবে নবী করীম (সা)-এর হল চার রাকাত এবং সাহাবীদের হল দু'রাকাত নামায। (অন্য এক সূত্রে) মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ বিশ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর প্রতি যে লোকটি তলোয়ার উঁচু করেছিল তার নাম হল গাওরাস ইব্‌ন হারিস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অভিযানে খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আবূ যুবায়র (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাখ্‌ল নামক স্থানে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এ সময় সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমি নবী (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। আবূ হুরায়রা (রা) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা)-এর কাছে এসেছিলেন।

٢١٩٦ . بَابُ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيْعِ قَالَ ابْنُ إِسْحٰقَ وَذٰلِكَ سَنَةَ سِتٍّ وَقَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ * وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيْثُ الْإِفْكِ فِيْ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيْعِ

২১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ বানূ মুস্‌তালিকের যুদ্ধ। বানূ মুস্‌তালিক খুযা'আর একটি শাখা গোত্র। এ যুদ্ধকে মুরায়সীর যুদ্ধও বলা হয়। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, এ যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। মূসা ইব্‌ন উকবা (র) বলেছেন, ৪র্থ হিজরী সনে। নুমান ইব্‌ন রাশিদ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইফ্‌কের ঘটনা মুরায়সীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল

٣٨٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

৩৮৩২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইব্‌ন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আযল[১] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে

banglainternet.com

১. আযল হল স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী যোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটান। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাঁদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই এ কাজ জায়েয। তবে আযাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয়।

বানূ মুস্‌তালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে খাহেশ হল এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং তা করার মনস্থ করলাম। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কি ক্ষতি? জেনে রাখ, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।

٣٨٣٣ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) غَزْوَةَ نَجْدٍ فَلَمَّا اَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ وَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجِئْنَا ، فَاِذَا اَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَتَانِيْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى رَاْسِيْ مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص).

৩৮৩৩ মাহমূদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি। কাঁটা গাছে ভরা উপত্যকায় প্রচণ্ড গরম লাগলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাছের নিচে অবতরণ করে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং তরবারিখানা (গাছের সাথে) লটকিয়ে রাখলেন। সাহাবীগণ সকলেই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর সামনে বসে আছে। তিনি বললেন, আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি দেখলাম, সে মুক্ত কৃপাণ হস্তে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, এখন তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। ফলে সে তরবারিখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে যায়। সে তো এ-ই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, (এ ধরনের অপরাধ করা সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।

٢١٩٧ . بَابُ غَزْوَةُ اَنْمَارٍ

২১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আনমারের যুদ্ধ

banglainternet.com

٣٨٣٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فِيْ غَزْوَةِ اَنْمَارٍ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا :

৩৮৩৪ আদাম (র) .... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে আনমার যুদ্ধে সাওয়ারীতে আরোহণ করে মাশরিকের দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করতে দেখেছি।

٢١٩٨ . بَابُ حَدِيْثُ الْاِفْكِ اَلْاَفْكُ وَالْاَفَكُ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجْسِ يُقَالُ اِفْكُهُمْ

২১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইফকের ঘটনা। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] اِفْك শব্দটি نِجْس ও نَجَس -এর মত اِفْكٌ ও اَفَكٌ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। তাই আরবীয় লোকেরা বলেন, اِفْكُهُمْ - اَفَكُهُمْ ও اَفَّكَهُمْ

٢٨٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ اَوْعٰى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَاَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضٍ قَالُوْا : قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ فَاَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ اُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجِيْ وَاُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِيْ اَقْبَلْتُ اِلٰى رَحْلِيْ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ ، فَاِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَاَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُرَحِّلُوْنَ بِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِيَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ اِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَحَمَلُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ : فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوْا وَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ ، وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِيَ الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَيَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ ، فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَاٰنِيْ

banglainternet.com

وَكَانَ رَآنِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ ، وَوَاللّٰهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوٰى حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلٰى يَدِهَا فَقُمْتُ اِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُوْلٌ قَالَتْ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَ الْاِفْكِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنَ سَلُوْلَ ، قَالَ عُرْوَةُ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيْهِ وَقَالَ عُرْوَةُ اَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ اَهْلِ الْاِفْكِ اَيْضًا اِلاَّ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِيْ نَاسٍ اٰخَرِيْنَ ، لاَ عِلْمَ لِيْ بِهِمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنَّ كِبْرَ ذٰلِكَ يُقَالُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ اَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ اِنَّهُ الَّذِيْ قَالَ :

فَاِنَّ اَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ * لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ لاَ اَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ اَنِّيْ لاَ اَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَشْتَكِيْ اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذٰلِكَ يَرِيْبُنِيْ وَلاَ اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ مَعَ اُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا ، قَالَتْ وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَاَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ اَبِيْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ ، قِبَلَ بَيْتِيْ حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا ، فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ اَيْ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ، فَاَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ ، قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اٰتِيَ اَبَوَيَّ ، قَالَتْ وَاُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَاَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ لِاُمِّيْ يَا اُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَوَ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى

banglainternet.com

اَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَالِيْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ اَصْبَحْتُ اَبْكِيْ قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْاَلُهُمَا وَيَسْتَشِيْرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ اَهْلِهِ ، قَالَتْ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالَّذِيْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهِ وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِيْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا ، وَاَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَرِيْرَةَ فَقَالَ اَىْ بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكِ ، قَالَتْ لَهُ بَرِيْرَةُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا قَطُّ اَغْمِصُهُ غَيْرَ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِيْ الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْهُ اَذَاهُ فِيْ اَهْلِيْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِيْ اِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى اَهْلِيْ اِلاَّ مَعِيْ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ اَخُوْ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْذِرُكَ فَاِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا اَمْرَكَ قَالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ ، قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوْا اَنْ يَقْتَتِلُوْا ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُخَفِّضُهُمْ ، حَتَّى سَكَتُوْا وَ سَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِيْ ذٰلِكَ كُلَّهُ لاَيَرْقَالِيْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ وَاَصْبَحَ اَبَوَايَ عِنْدِيْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لاَ يَرْقَالِيْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى اِنِّيْ لَاَظُنُّ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ ، فَبَيْنَا اَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَاَنَا اَبْكِيْ فَاسْتَاْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوْحَى اِلَيْهِ فِيْ شَاْنِيْ بِشَىْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِيْ اللّٰهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ ، فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا

banglainternet.com

اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَتْ : فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِاَبِيْ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنِّيْ فِيْمَا قَالَ فَقَالَ اَبِيْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ لِاُمِّيْ اَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِيْمَا قَالَ قَالَتْ اُمِّيْ : وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لَا اَقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِيْ اَنْفُسِكُمْ ، وَصَدَّقْتُمْ بِهٖ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِيْ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ فَوَاللّٰهِ لَا اَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا اِلَّا اَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِيْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ حِيْنَئِذٍ بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئِيْ بِبَرَاَتِيْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِيْ شَاْنِيْ وَحْيًا يُتْلٰى ، لَشَاْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِيَّ بِاَمْرٍ وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِيَ اللّٰهُ بِهَا ، فَوَاللّٰهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَاْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ، وَهُوَ فِيْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ بَرَّاَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِيْ اُمِّيْ قُوْمِيْ اِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَقُوْمُ اِلَيْهِ فَاِنِّيْ لَا اَحْمَدُ اِلَّا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِيْ بَرَاَتِيْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ ابْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهٖ مِنْهُ وَفَقْرِهٖ وَاللّٰهِ لَا اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِيْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلَا يَاْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِيْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِيْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَاَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِيْ فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ اَوْ رَاَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ اُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِيْثِ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ مَا قِيْلَ لَيَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ اُنْثٰى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

banglainternet.com

৩৮৩৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারিগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (র) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। আয়েশা (রা) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারিগণ বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নামের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা (রা) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সফরে বের হলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। তখন আমাকে হাওদাজ সহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তা হাল্কা হওয়ায় বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বনূ সুলায়ম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল (রা) [যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যূষে আমার অবস্থানস্থলের

banglainternet.com

কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলেন পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়লে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্নালিল্লাহ্.....পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ আরোপের ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভালভাবে শ্রবণ করত এবং শোনা কথার ভিত্তিতেই বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। উরওয়া (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত, মিসতাহ ইব্‌ন উসাসা এবং হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটিকয়েক ব্যক্তির একটি দল ছিল, এতটুকু ব্যতীত তাদের সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল কুরআনে) মহান আল্লাহ্ পাক বলেছেন, এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর এ ব্যাপারে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তো ঐ ব্যক্তি যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মদ (সা)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যেরূপ স্নেহ-ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মে মিসতাহ (রা) (মিসতাহর মা) একদা আমার সাথে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার পূর্বের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবীয় লোকদের অবস্থার মত ছিল। তাদের মত আমরাও পায়খানা করার জন্য বোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকার কারণে) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ "যিনি ছিলেন আবূ রুহম ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মুনাফের

banglainternet.com

কন্যা, যার মা সাখার ইব্ন আমির-এর কন্যা ও আবূ বকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইব্ন উসাসা ইবন আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব যার পুত্র" একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ বিষয়টিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহ্র কসম, সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ্। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রুও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা (রা) বলেন, উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবীজীর) ভালবাসার কারণে বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল) তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাঁকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরা (রা)]-কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারীরা (রা)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা, তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি? বারীরা (রা) তাঁকে বললেন, সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহ্র কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল)

banglainternet.com

নাম উল্লেখ করছে যার সম্বন্ধেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমার সাথেই আমার ঘরে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইব্ন মুআয) (রা) উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরশ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের সর্দার সাঈদ ইব্ন উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্র কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা) সা'দ ইব্ন ওবায়দা (রা)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছ। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। তিনি বলেন, আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিই। এর মাঝে আমার কোন ঘুম আসেনি। বরং অবারিত ধারায় আমার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ্ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ্ করে থাক তাহলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তওবা কবূল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম,

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলছেন, আপনি তার জবাব দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ্র কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থার শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ (আ)-এর পিতার কথার উদাহরণ ব্যতীত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ঃ "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।" এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন (এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল) তবে আল্লাহ্র কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ্ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভারের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম আমি এখন তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হ'ল এই, "যারা এ অপবাদ রটনা করেছে (তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহ্র কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার।

banglainternet.com

এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ১১-২০) এরপর আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিস্তাহ্ ইব্ন উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহ্কে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন—তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ্ (রা)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না। আয়েশা (রা) বললেন, আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা (রা) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আল্লাহ্-ভীতির ফলে রক্ষা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রা) তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এই ঃ উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ্ মহান। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরে তিনি আল্লাহ্র পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

banglainternet.com

٣٨٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ . قُلْتُ لاَ وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي

رَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِكَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلِيٌّ مُسْلِمًا فِيْ شَأْنِهَا ـ

৩৮৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে আলী (রা)-ও শামিল ছিলেন? আমি বললাম, না, তবে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান ও আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস নামক তোমার গোত্রের দুই ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে আয়েশা (রা) তাদের দু'জনকে বলেছেন যে, আলী (রা) তার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন।

٣٨٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ اُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا اَنَا قَاعِدَةٌ اَنَا وَعَائِشَةُ اِذْ وَلَجَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ وَ فَعَلَ ، فَقَالَتْ اُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتِ ابْنِ فِيْمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيْثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًا عَلَيْهَا ، فَمَا اَفَاقَتْ اِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَاشَأْنُ هٰذِهِ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ ، قَالَ فَلَعَلَّ فِيْ حَدِيْثٍ بِهِ، قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَتُصَدِّقُوْنِيْ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لاَتَعْذِرُوْنِيْ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ ، قَالَتْ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عُذْرَهَا ، قَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لاَبِحَمْدِ اَحَدٍ وَلاَبِحَمْدِكَ ـ

৩৮৩৭ মূসা ইবনে ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আয়েশা (রা) বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে লাগল আল্লাহ্ অমুক অমুককে ধ্বংস করুন। এ কথা শুনে উম্মে রুমান (রা) বললেন, তুমি কি বলছ? সে বলল, যারা অপবাদ রটিয়েছে তাদের মধ্যে আমার ছেলেও আছে। উম্মে রুমান (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি অপবাদ রটিয়েছে? সে বলল এই এই অপবাদ রটিয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, (এ কথা কি) রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকরও কি শুনেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসলে তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসল। এরপর আমি একটি চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলাম। এরপর নবী (সা) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কি অবস্থা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনার কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে

banglainternet.com

বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) আমি যদি কসম করি, তাহলেও আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আর যদি আমি ওযর পেশ করি তবুও আমার ওযর আপনারা কবূল করবেন না, আমার এবং আপনাদের উদাহরণ নবী ইয়াকূব (আ) এবং তাঁর ছেলেদের উদাহরণের মতই। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ই একমাত্র আমার সাহায্যস্থল।" উম্মে রুমান (রা) বলেন, তখন নবী (সা) আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর [আয়েশা (রা)] পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রশংসা করি আর কারো না, আপনারও না।

٣٨٣٨ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ : إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا .

৩৮৩৮ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়াতাংশ إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ পড়তেন এবং বলতেন الْوَلْقُ অর্থ الكذب । ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আয়েশা (রা) অন্যদের চাইতে বেশি জানতেন। কেননা এ আয়াত তারই ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

٣٨٣٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَاتَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ (ص) فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي قَالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا .

৩৮৩৯ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... হিশামের পিতা [উরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সম্মুখে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে গালি দিতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, তাঁকে গালি দিও না। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দাবাদ করার জন্য নবী (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তুমি কুরাইশদের নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করলে আমার বংশকে কি করে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনিভাবে পৃথক করে রাখব যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে রাখা হয়। মুহাম্মদ (র) বলেছেন, উসমান ইব্‌ন ফারকাদ (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হিশাম (র)-কে তার পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে গালি দিয়েছি। কেননা তিনি ছিলেন আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের অন্যতম।

banglainternet.com

٣٨٤٠ حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِاَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لٰكِنَّكَ لَسْتَ كَذَالِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَاْذَنِيْ لَهُ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْكَ ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ قَالَتْ وَاَيُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى ، فَقَالَتْ لَهُ اِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ اَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ـ

৩৮৪০ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁকে তাঁর নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর প্রশংসা করে বলছেন, "তিনি সতী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর প্রতি কোন সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশ্‌ত খান না অর্থাৎ গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু আপনি তো এরূপ নন। মাসরূক (র) বলেছেন যে, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা (রা) বলেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিন শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি তাঁকে আরো বলেন যে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের সাথে মুকাবিলা করতেন অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করতেন।

٢١٩٩ . بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .... الاية ـ

২১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মু'মিনগণ যখন গাছের নিচে আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন.....(৪৮ : ১৮)

٣٨٤١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَاَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِرِزْقِ اللّٰهِ

banglainternet.com

وَبِفَضْلِ اللّٰهِ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِيْ ـ

৩৮৪১ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) ..... যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এক রাতে খুব বৃষ্টি হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন (এ বৃষ্টির কারণে) আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনে মু'মিন হয়েছে, আবার কেউ কেউ আমাকে অমান্য করে কাফের হয়েছে। যারা বলেছে, আল্লাহ্‌র রহমত, আল্লাহ্‌র করুণা এবং আল্লাহ্‌র রিযিক প্রদানের পূর্বাভাস হিসাবে আমাদের প্রতি বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন এবং নক্ষত্রের প্রভাব অস্বীকারকারী (কাফের)। আর যারা বলেছে যে অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফের।

٣٨٤٢ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِيْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ـ

৩৮৪২. হুদবা ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারটি উমরা পালন করেছেন। তিনি হজ্জের সাথে যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ব্যতীত সবকটিই যিলকাদাহ্ মাসে পালন করেছেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যে উমরাটি পালন করেছিলেন তা ছিল যিলকাদাহ্ মাসে। হুদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন, সেটি ছিল যিলকাদাহ্ মাসে এবং হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে জিঈরানা নামক স্থানে বন্টন করেছিলেন, সেখান থেকে যে উমরাটি করা হয়েছিল তাও ছিল যিলকাদাহ্ মাসে, আর তিনি হজ্জের সাথে একটি উমরা পালন করেন।

٣٨٤٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ ـ

৩৮৪৩ সাঈদ ইব্‌ন রাবী' (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা করেছিলাম। এ সময় তাঁর সাহাবীগণ ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহ্‌রাম বাঁধিনি।

٣٨٤٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَعُدُّوْنَ اَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

banglainternet.com

(ص) اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ (ص) فَاَتَاهَا فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيْهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ اِنَّهَا اَصْدَرَتْنَا مَاشِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا ـ

৩৮৪৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কে তোমরা মৌল বিজয় বলে মনে করছ। অথচ মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। কিন্তু হুদায়বিয়ার দিনে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানকে আমরা মৌল বিজয় বলে মনে করি। সে সময় আমরা চৌদ্দ'শ সাহাবী নবী (সা) -এর সঙ্গে ছিলাম। হুদায়বিয়া একটি কূপ। আমরা তা' থেকে পানি উঠাতে উঠাতে তার মধ্যে এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিনি। আর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি এসে সে কূপের পাড়ে বসলেন। এরপর এক পাত্র পানি আনিয়ে ওযূ করলেন এবং কুল্লি করলেন। পরিশেষে দোয়া করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ পর্যন্ত কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। এরপর আমরা আমাদের নিজেদের ও আরোহী পশুর জন্য প্রচুর পানি কূপ থেকে বের করলাম।

٣٨٤٥ حَدَّثَنِيْ فَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ اَوْ اَكْثَرَ ، فَنَزَلُوْا عَلٰى بِئْرٍ فَنَزَحُوْهَا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَاَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلٰى شَفِيْرِهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا فَاُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوْهَا سَاعَةً فَاَرْوَوْا اَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتّٰى ارْتَحَلُوْا ـ

৩৮৪৫ ফাযল ইব্ন ইয়াকূব (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে বারা ইব্ন আযিব (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন তাঁরা চৌদ্দশ কিংবা তার চেয়েও অধিক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তারা একটি কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেন এবং তা থেকে পানি উত্তোলন করতে থাকেন। (এতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে যায়) তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ সংবাদ জানালেন। তখন তিনি কূপটির কাছে এসে এর পাড়ে বসলেন। এরপর বললেন, আমার কাছে এই কূপের এক বালতি পানি নিয়ে আস। তখন তা নিয়ে দেয়া হলো। তিনি এতে থুথু ফেললেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি বললেন, এ থেকে কিছুক্ষণের জন্য তোমরা পানি উঠানো বন্ধ রাখ। এরপর সকলেই নিজেদের ও আরোহী জীবসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সংগ্রহ করলেন এবং পরে চলে গেলেন।

٣٨٤٦ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا ثُمَّ اَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَالَكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّاُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ اِلَّا مَا فِيْ رَكْوَتِكَ

banglainternet.com

قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ (ص) يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ كَاَمْثَالِ الْعُيُوْنِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ اَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً ـ

৩৮৪৬ ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি চর্মপাত্র ভর্তি পানি ছিল মাত্র। তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন। তখন লোকেরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চর্মপাত্রের পানি ব্যতীত আমাদের কাছে এমন কোন পানি নেই যার দ্বারা আমরা ওযূ করব এবং যা আমরা পান করব। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) তাঁর মুবারক হাতখানা ঐ চর্ম পাত্রে রাখলেন। অমনি তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যস্থল থেকে ঝরনাধারার মত পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল। জাবির (রা) বলেন, আমরা সে পানি পান করলাম এবং তা দিয়ে ওযূ করলাম। [সালিম (র) বলেন] আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সেদিন কত জন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও এ পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা ছিলাম তখন পনেরশ লোক মাত্র।[১]

٣٨٤٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَغَنِيْ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ يَقُوْلُ كَانُوْا اَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِيْ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ كَانُوْا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً الَّذِيْنَ بَايَعُوْا النَّبِيَّ (ض) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ـ

৩৮৪৭ সাল্‌ত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা)-কে বললাম, আমি শুনতে পেয়েছি যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন, তাঁরা (হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা) চৌদ্দশ ছিল। সাঈদ (রা) আমাকে বললেন, জাবির (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যাঁরা নবী (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনেরশ। আবূ দাউদ কুররা (র)-এর মাধ্যমে কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (র) (অন্য সনদে) শু'বা (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. হুদায়বিয়ার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ, কোন হাদীসে পনেরশ আবার কোন হাদীসে তেরশ'র কথা উল্লেখ আছে। আসলে সংখ্যা কত, এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন, যারা বৃদ্ধ, যুবক ও কিশোর সকলকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন পনেরশ, আর যারা বৃদ্ধ ও যুবকদেরকে গণনা করেননি তারা বলেছেন চৌদ্দশ, আর যারা শুধু বৃদ্ধদেরকে গণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন তেরশ। মূলত এ কথার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। এর জবাবে আল্লামা নববী (র) বলেছেন, সাহাবাদের সংখ্যা চৌদ্দশ'র কিছু বেশি ছিল। কেউ ভগ্নাংশ সহ পনেরশ উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে চৌদ্দশ বর্ণনা করেছেন। আর যারা তেরশ উল্লেখ করেছেন, মূলত তাদের সংখ্যা জানা ছিল না।

banglainternet.com

٣٨٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَنْتُمْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ وَكُنَّا اَلْفًا وَ اَرْبَعَمِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ اُبْصِرُ الْيَوْمَ لَاَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ * تَابَعَهُ الْاَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا جَابِرًا اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اَصْحَابُ الشَّجَرَةِ اَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَكَانَتْ اَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِيْنَ۔

৩৮৪৮ আলী (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন আমাদেরকে বলেছেন, পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বোত্তম। সেদিন আমরা ছিলাম চৌদ্দশ। আজ আমি যদি দেখতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে বৃক্ষ-স্থানটি দেখিয়ে দিতাম। আমাশ (র) হাদীসটি সালিম (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে সুফয়ান (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সাহাবীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আউফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, গাছের নিচে বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল তেরশ। সৈন্যদের মধ্যে আসলাম গোত্রের সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল মুহাজিরগণের মোট সংখ্যার এক-অষ্টমাংশ।

٣٨٤٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ اَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْاَسْلَمِيَّ يَقُوْلُ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ ، وَتَبْقٰى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ لَايَعْبَاُ اللّٰهُ بِهِمْ شَيْئًا ۔

৩৮৪৯ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... কায়েস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবী মিরদাস আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, পুণ্যবান লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেওয়া হবে। এরপর অবশিষ্ট থাকবে খেজুর ও যবের ছালের মত কতিপয় নিম্নস্তরের লোক, যাদের কোন পরওয়া আল্লাহ্ করবেন না।

٣٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ مِنْهَا لَااُحْصِيْ كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا اَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْاِشْعَارَ وَالتَّقْلِيْدَ فَلَا اَدْرِيْ يَعْنِيْ مَوْضِعَ الْاِشْعَارِ وَالتَّقْلِيْدِ اَوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ۔

banglainternet.com

৩৮৫০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, হুদায়বিয়ার বছর নবী (সা) এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে

মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, (কুরবানীর পশুর) কুজ কাটলেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ হাদীস সুফিয়ান থেকে কতবার শুনেছি তার সংখ্যা আমি নির্ণয় করতে পারছি না। পরিশেষে তাঁকে বলতে শুনেছি, যুহরী থেকে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাধা এবং ইশআর করার কথা আমার স্মরণ নেই। রাবী আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, সুফিয়ান এ কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি কি এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যুহরী থেকে ইশআর ও কিলাদা কথা তাঁর স্মরণ নেই, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলতে চেয়েছেন?

٣٨٥١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَاٰهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ ، فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ اَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمَعٍ اَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْفِدْيَةَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ يُهْدِيْ شَاةً اَوْ يَصُوْمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ۔

৩৮৫১ হাসান ইব্‌ন খালাফ (র) ..... কাব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (তার মাথা থেকে) মুখমণ্ডলে ঝরে পড়ছে। তখন তিনি বললেন, কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সাহাবিগণ মক্কা প্রবেশ করার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। হুদায়বিয়াতেই তাদেরকে হালাল হয়ে যেতে হবে এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তাই আল্লাহ্ ফিদইয়ার হুকুম নাযিল করলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়ানোর অথবা একটি বকরী কুরবানী করার অথবা তিন দিন রোযা পালন করার নির্দেশ দিলেন।

٣٨٥٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى السُّوْقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَاَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَكَ زَوْجِيْ وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللّٰهِ مَا يُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ وَخَشِيْتُ اَنْ تَاْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَاَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ اَيْمَانَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ اَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيْبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَعِيْرٍ ظَهِيْرٍ كَانَ مَرْبُوْطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَاَهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيْ فَلَنْ يَفْنٰى حَتّٰى يَاْتِيَكُمُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرٰى هٰذِهِ وَاَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا

banglainternet.com

حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ اَصْبَحْنَا نَسْتَفِئُ سُهْمَانَهُمَا فِيْهِ ـ

৩৮৫২ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্র কসম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বকরী। পোকা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে অথচ আমি হলাম খুফাফ ইব্ন আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী (সা)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর (রা) তাকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তাঁরা তো আমার খুব নিকটেরই মানুষ। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উক্ত উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর (রা) বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক।[১] আল্লাহ্র কসম, আমি দেখেছি এ মহিলার আব্বা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয়ও করেছিলেন। এরপর ঐ দুর্গ থেকে অর্জিত তাদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবি করি (এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)

٣٨٥٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ اَبُوْ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ اَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ اَعْرِفْهَا قَالَ مَحْمُوْدٌ ثُمَّ اَنْسَيْتُهَا بَعْدُ ـ

৩৮৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... মুসায়্যিব (ইব্ন হুযন) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (যে বৃক্ষের নিচে বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল) আমি সে বৃক্ষটি দেখেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন সেখানে আসলাম তখন আর তা চিনতে পারলাম না। মাহমুদ (র) বলেন, (মুসায়্যিব ইব্ন হুযন বলেছেন) পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

٣٨٥٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ ؟ قَالُوْا هٰذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ، فَاَتَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيْدٌ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

banglainternet.com

১. এটি একটি প্রবাদ বাক্য। এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

(ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ . قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (ص) لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلِمْتُمُوْهَا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ ـ

৩৮৫৪ মাহমূদ (র) ..... তারিক ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে যাওয়ার পথে নামাযরত এক কাওমের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাদেরকে বললাম, এ জায়গাটি কিরূপ নামাযের স্থান? তাঁরা বললেন, এটা সেই বৃক্ষ যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) (সাহাবীদের থেকে) বায়আতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন। এর পর আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র)-এর কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন সাঈদ (ইব্‌ন মুসায়্যিব) (র) বললেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বৃক্ষটির নিচে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। মুসায়্যিব (রা) বলেছেন, পরবর্তী বছর আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন আমরা আর ঐ বৃক্ষটিকে নির্দিষ্ট করতে পারলাম না। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সাঈদ (র) বললেন, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবিগণ (এখানে উপস্থিত হয়ে বায়আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) তা চিনতে পারলেন না আর তোমরা তা চিনে ফেলেছ? তাহলে তোমরা কি তাদের চেয়েও অধিক বিজ্ঞ?

٣٨٥٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا طَارِقٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا اِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا ـ

৩৮৫৫ মূসা (র) ..... মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত, বৃক্ষের নিচে যাঁরা বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, পরবর্তী বছর আমরা আবার সে গাছের স্থানে উপস্থিত হলে আমরা গাছটিকে চিনতে পারলাম না। গাছটি আমাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল।

٣٨٥٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ وَكَانَ شَهِدَهَا ـ

৩৮৫৬ কাবীসা (র) ..... তারিক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা)-এর কাছে সে গাছটির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বৃক্ষের নিচে বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٨٥٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاَتَاهُ اَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى ـ

banglainternet.com

৩৮৫৭ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) ..... আমর ইব্‌ন মুররা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

বৃক্ষের নিচে বায়আতকারী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আউফাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, কোন কওম নবী (সা)-এর কাছে সাদ্কার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি তাদের জন্যে দোয়া করে বলতেন, "হে আল্লাহ্ আপনি তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" এ সময় আমার পিতা তাঁর কাছে সাদকার অর্থ নিয়ে আসলে তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আপনি আবূ আউফার বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।"

٣٨٥٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُوْنَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلٰى مَا يُبَايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ ؟ قِيْلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا اُبَايِعُ عَلٰى ذٰلِكَ اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ۔

৩৮৫৮ ইসমাঈল (র) ..... আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাররার ঘটনার দিন যখন লোকজন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করছিলেন, তখন ইব্ন যায়দ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্ন হানযালা (রা) লোকদেরকে কিসের উপর বায়আত গ্রহণ করছেন? তখন তাঁকে বলা হল, মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে এ ব্যাপারে আমি আর কারো হাতে বায়আত গ্রহণ করব না। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٨٥٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ فِيْهِ۔

৩৮৫৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ালা মুহারিবী (র) ..... ইয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে অংশগ্রহণকারী আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে জুম'আর নামায আদায় করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনও প্রাচীরের নিচে ছায়া পড়ত না, যার ছায়ায় বসে আরাম করা যায়।

٣٨٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ۔

৩৮৬০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালামা ইব্ন আকওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হুদায়বিয়ার দিন আপনারা কিসের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

banglainternet.com

٣٨٦١ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقِيْتُ الْبَرَاءَ

بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُوْبٰى لَكَ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثْنَا بَعْدَهُ۔

৩৮৬১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আশকা (র) ..... মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং বৃক্ষের নিচে তাঁর হাতে বায়আতও করেছেন। তখন তিনি বললেন, ভাতিজা, তুমি তো জান না, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমরা কি করেছি।

٣٨٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ (ص) تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔

৩৮৬২ ইসহাক (র) ..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইবন দাহ্হাক (রা) তাকে জানিয়েছেন, তিনি গাছের নিচে নবী (সা)-এর হাতে বায়আত করেছেন।

٣٨٦٣ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ قَالَ اَصْحَابُهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا فَمَا لَنَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ، قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ اَمَّا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَعَنْ اَنَسٍ وَاَمَّا هَنِيْئًا مَّرِيْئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ۔

৩৮৬৩ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا—"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"। তিনি বলেন ঃ এ আয়াতটিতে فَتْحًا مُّبِيْنًا (সুস্পষ্ট বিজয়)[১] বলে হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। (আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবিগণ বললেন, (আপনার জন্য তো) এটা খুশী ও আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণকে দাখিল করবেন জান্নাতে।" শু'বা (রা) বলেন, এরপর আমি কূফায় পৌঁছলাম এবং কাতাদা থেকে বর্ণিত হাদীসটির সবটুকু বর্ণনা করলাম, এরপর কূফা থেকে ফিরে

১. ৬ হিজরী মোতাবেক ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে ১৪০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (সা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদেরকে উমরা করতে বাধা দিবে, এ আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। এরপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) শান্তির খাতিরে তা মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উমরা না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সন্ধিকে আল্লাহ্ স্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কেবল জাহিরী বিজয়ই প্রকৃত বিজয় নয়, বরং জাহিরের বিপরীত অবস্থাতেও বিজয় নিহিত থাকে কখনো।

banglainternet.com

সে কাতাদাকে সবকিছু জানালে তিনি বললেন, انَّا فَتَحْنَا لَكَ (এর অর্থ হুদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ান) আয়াতখানা আনাস থেকে বর্ণিত। আর هَنِيْئًا مَّرِيْئًا কথাটি ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত।

٣٨٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُجَزَّاةَ بْنِ زَاهِرٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ اِنِّيْ لَاُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُوْمِ الْحُمُرِ اِذْ نَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَعَنْ مُجَزَّاةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ اُهْبَانُ بْنُ اَوْسٍ وَكَانَ اشْتَكٰى رُكْبَتَهُ وَكَانَ اِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وِسَادَةً۔

৩৮৬৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... মাজযা ইব্ন যাহির আসলামী (র)-এর পিতা "যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হুদায়বিয়ার গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন" তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি ডেকচিতে করে গাধার গোশত পাকাতে ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মুনাদী (ঘোষক আবূ তালহা) ঘোষণা দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (অন্য এক সনদে) মাজযা (র) অপর এক ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ বৃক্ষের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী উহবান ইব্ন আউস (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর [উহবান ইব্ন আউস (রা)]-এর হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। তাই তিনি নামায আদায় করার সময় হাঁটুর নিচে বালিশ রাখতেন।

٣٨٦٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابُهُ اَتَوْا بِسَوِيْقٍ فَاَكَلُوْهُ * تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ۔

৩৮৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সুওয়াইদ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জন্য ছাতু আনা হত। তাঁরা পানিতে গুলিয়ে তা খেয়ে নিতেন। মুআয (র) শুবা (র) থেকে ইব্ন আবূ আদী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ اِذَا اَوْتَرْتَ مِنْ اَوَّلِهِ فَلَا تُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهِ۔

banglainternet.com

৩৮৬৬ মুহাম্মদ বিন হাতিম ইব্ন বাযী' (র) ..... আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাছের নিচে অনুষ্ঠিত বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী নবী (সা)-এর সাহাবী আয়েয ইব্ন আমর (রা)-কে

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে? তিনি বললেন, রাতের প্রথম ভাগে একবার বিত্‌র আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার রাতের শেষে আর আদায় করবে না।

٣٨٦٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَاَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ يُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ وَخَشِيْتُ اَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ وَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৩৮৬৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কোন এক সফরে রাত্রিকালে চলছিলেন। এ সফরে উমর (রা)-ও তাঁর সাথে চলছিলেন। এক সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন উত্তর করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তবুও তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না। এরপর আবার তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারও তার কোন উত্তর দিলেন না। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) নিজেকে লক্ষ্য করে মনে মনে বললেন, হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারিয়ে ফেলুক। তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু কোনবারই তিনি তোমাকে উত্তর দেননি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে তাড়া দিয়ে মুসলমানদের সামনে চলে যাই। কারণ আমি আশংকা করছিলাম যে, হয়তো আমার সম্পর্কে কুরআন শরীফের কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে পারে। এ কথা বলে আমি বেশি দেরি করিনি এমতাবস্থায় শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, আমার সম্পর্কে হয়তো কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মনে করে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলাম। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার কাছে সূর্য উদিত পৃথিবী থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا তিলাওয়াত করলেন।

٣٨٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِيْنَ حَدَّثَ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَثَبَّتَنِيْ مَعْمَرٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ (ص) حَتّٰى كَانَ بِغَدِيْرِ الْاَشْطَاطِ

banglainternet.com

اَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ اِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوْا لَكَ جُمُوْعًا وَقَدْ جَمَعُوْا لَكَ الْاَحَابِيْشَ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوْكَ فَقَالَ اَشِيْرُوْا اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ اَتَرَوْنَ اَنْ اَمِيْلَ اِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَصُدُّوْنَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَاِنْ يَاْتُوْنَا كَانَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوْبِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيْدُ قَتْلَ اَحَدٍ وَلَا حَرْبَ اَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ ، قَالَ اُمْضُوْا عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ ـ

৩৮৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা একে অন্যের চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেন, হুদায়বিয়ার বছর নবী করীম(সা) এক হাজারের অধিক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁরা যুল হুলায়ফা পৌঁছে কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বাঁধলেন, ইশ'আর করলেন।[১] সেখান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, এবং খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। পরে নবী (সা) নিজেও সেদিকে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে গাদীরুল আশ্‌তাত নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রেরিত গোয়েন্দা এসে তাঁকে বলল, কুরাইশরা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে এসে আশতাত নামক স্থানে জমায়েত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে বাধা দিবে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও এবং বল, যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতে বাধা দেয়ার ইচ্ছা করছে, আমি কি তাদের পরিবারবর্গ এবং সন্তান-সন্ততিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন, যিনি মুশরিকদের থেকে একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাহলে আমরা তাদের পরিবার এবং অর্থ-সম্পদ থেকে বিরত থাকব এবং তাদেরকে তাদের পরিবার ও অর্থ সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি তো বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, কাউকে হত্যা করা এবং কারো সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তো এখানে আসেননি। তাই বায়তুল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হোন। যে আমাদেরকে তা থেকে বাধা দিবে আমরা তার সাথে লড়াই করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (ঠিক আছে) চলো আল্লাহ্‌র নামে।

٣٨٦٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَكَانَ فِيْمَا اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْهُمَا اَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لَا يَاْتِيْ مِنَّا اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا

banglainternet.com

১. কুরবানীর পশু জখম করতঃ প্রবাহিত রক্ত দ্বারা তা কুরবানীর পশু হিসেবে চিহ্নিত করাকে ইশ'আর বলা হয়।

رَدَدْتُهُ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَاَبَى سُهَيْلٌ اَنْ يُقَاضِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِلاَّ عَلٰى ذٰلِكَ ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامْعَضُوْا فَتَكَلَّمُوْا فِيْهِ ، فَلَمَّا اَبَى سُهَيْلٌ اَنْ يُقَاضِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِلاَّ ذٰلِكَ كَاتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ اِلٰى اَبِيْهِ سُهَيْلِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَلَمْ يَاْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلاَّ رَدَّهُ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا اَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ بَلَغَنَا حِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ (ص) اَنْ يَرُدَّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَهُ بِطُوْلِهِ ـ

৩৮৬১ ইসহাক (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মারওয়ান ইব্ন হাকাম এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) উভয়ের থেকে হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরা আদায় করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের থেকে উরওয়া (রা) আমার (মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব) নিকট যা বর্ণনা করছেন তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুহায়ল ইব্ন আমরকে হুদায়বিয়ার দিন সন্ধিনামায় যা লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহায়ল ইব্ন আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিল এই ঃ আমাদের থেকে যদি কেউ আপনার কাছে চলে আসে তবে সে আপনার দীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে এবং তার ও আমাদের মধ্যে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। এ শর্তটিকে মু'মিনগণ অপছন্দ করলেন এবং এতে তারা অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হলেন ও এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। কিন্তু যখন সুহায়ল এ শর্ত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদনে অস্বীকৃতি জানাল তখন এ শর্তের উপরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সন্ধিপত্র লেখালেন। এবং আবূ জানদাল ইব্ন সুহায়ল (রা)-কে এ মুহূর্তেই তার পিতা সুহায়ল ইব্ন আমরের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যারাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসতেন, মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন। এ সময় কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা হিজরত করে চলে আসেন। উম্মে কুলছুম বিন্ত উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হিজরতকারিণী একজন যুবতী মহিলা। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে পৌঁছলে তার পরিবারের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। এসময় আল্লাহ্ পাক মু'মিন মহিলাদের সম্পর্কে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছেন যে, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হিজরতকারিণী মু'মিন মহিলাদেরকে

banglainternet.com

পরীক্ষা করতেন। আয়াতটি হল এই ঃ হে নবী! মু'মিন মহিলাগণ যখন আপনার নিকট আসে ..... [শেষ পর্যন্ত (৬০ ঃ ১২)]। (অন্য সনদে) ইব্ন শিহাব (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ বিবরণও পৌঁছেছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুশরিক স্বামীর তরফ থেকে হিজরতকারী মুসলমান স্ত্রীকে দেওয়া মুহারানা মুশরিক স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবূ বাসীর (রা)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসও আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এরপর তিনি আবূ বাসীর (রা)-এর ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

٣٨٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ـ

৩৮৭০ কুতায়বা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার যমানায় (হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমরা পালন করার নিয়তে রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি আমাকে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা যা করেছিলাম এ ক্ষেত্রেও আমরা তাই করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু হুদায়বিয়ার বছর উমরার ইহ্রাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন তাই তিনিও উমরার ইহ্রাম বেঁধে যাত্রা করলেন।

٣٨٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَهَلَّ وَقَالَ اِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ، لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ (ص) حِيْنَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَتَلاَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

৩৮৭১ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিতনার বছর তিনি (উমরার) ইহ্রাম বেঁধে বললেন, যদি আমার আর তার (যিয়ারতে বায়তুল্লাহ্র) মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ কাফিররা বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করব। এবং তিনি তিলাওয়াত করলেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

٣٨٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كُلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ الْعَامَ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لاَ تَصِلَ اِلَى الْبَيْتِ . قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ (ص) هَدْيَهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ اَصْحَابُهُ وَقَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَاِنْ خُلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ

banglainternet.com

اللّٰهِ (ص) فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أُرَى شَأْنَهُمَا إِلاَّ وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِيْ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَ سَعْيًا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ـ

৩৮৭২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা ও মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন ছেলে তাঁকে [আবদুল্লাহ্ (রা)-কে] লক্ষ্য করে বলেন, এ বছর আপনি মক্কা শরীফ যাওয়া স্থগিত রাখলেই উত্তম হত। কারণ আমি আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ যেতে পারবেন না। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সা) তাঁর কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করে মাথা কামিয়ে ফেললেন। সাহাবিগণ চুল ছাঁটলেন। (এরপর তিনি বললেন) আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার জন্য উমরা আদায় করা আমি ওয়াজিব করে নিয়েছি। যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে আমি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করব। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্র মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন আমি তাই করব। এরপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলে বললেন, আমি হজ্জ এবং উমরার বিষয়টি একই মনে করি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার হজ্জকেও উমরার সাথে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। এরপর তিনি উভয়ের জন্য একই তওয়াফ এবং একই সায়ী করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম খুলে ফেললেন।[১]

٣٨٧٣ حَدَّثَنِيْ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ اَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَرْسَلَ عَبْدَ اللّٰهِ الَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَأْتِيْ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لاَ يَدْرِيْ بِذٰلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ اِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَالِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص)فَهِيَ الَّتِيْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ اَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوْا فِيْ ظِلاَلِ الشَّجَرَةِ ، فَاِذَا النَّاسُ مُحْدِقُوْنَ بِالنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اُنْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ اَحْدَقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُوْنَ فَبَايَعَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى عُمَرَ فَخَرَجَ فَبَايَعَ ـ

৩৮৭৩. শুজা' ইব্ন ওয়ালীদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে থাকে যে, ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তবে (মূল

banglainternet.com

১. হানাফী মতে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম একত্রে বাঁধা হলে হজ্জ ও উমরার জন্য আলাদা আলাদাভাবে তওয়াফ ও সায়ী করতে হয়।

ঘটনা ছিল এই যে) হুদায়বিয়ার দিন উমর (রা) (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহ্ (রা)-কে এক আনসারী সাহাবার কাছে রাখা তাঁর ঘোড়াটি আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি এর উপর আরোহণ করে লড়াই করতে পারেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃক্ষের কাছে (লোকদের) বায়আত গ্রহণ করছিলেন। বিষয়টি উমর (রা) জানতেন না। আবদুল্লাহ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে পরে ঘোড়াটি আনার জন্য গেলেন এবং ঘোড়াটি নিয়ে উমর (রা)-এর কাছে আসলেন। এ সময় উমর (রা) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিলেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাছের নিচে বায়আত গ্রহণ করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা) তাঁর [আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)] সাথে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই লোকেরা এ কথা বলাবলি করছে যে, ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (অন্য সনদে) হিশাম ইব্ন আম্মার (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে যে লোকজন ছিলেন তারা সকলেই ছায়া লাভের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। এক সময় তাঁরা নবী (সা)-কে ঘিরে দাঁড়ালে উমর (রা) তার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! দেখতো মানুষের কি হয়েছে? তাঁরা এভাবে ভিড় করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ইব্ন উমর (রা) দেখতে পেলেন যে, তাঁরা বায়আত গ্রহণ করছেন। তাই তিনিও বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর উমর (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন। তিনিও রওয়ানা করে এসে বায়আত গ্রহণ করলেন।

٣٨٧٤ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلّٰى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيْبُهُ اَحَدٌ بِشَىْءٍ۔

৩৮৭৪ ইব্ন নুমাইর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যখন উমরাতুল কাযা আদায় করেন; তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করলাম। তিনি নামায আদায় করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করলেন। মক্কাবাসীদের কেউ যাতে কোন কিছুর দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সর্বদা আমরা তাঁকে আড়াল করে রাখতাম।

٣٨٧٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَصِيْنٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّيْنَ اَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ اتَّهِمُوْا الرَّاْىَ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا لِاَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هٰذَا الْاَمْرِ مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا اِلاَّ انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْرِىْ كَيْفَ نَاْتِىْ لَهُ۔

banglainternet.com

৩৮৭৫ হাসান ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... আবূ হাসীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ওয়াইল (র) বলেছেন যে, সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ (রা) যখন সিফ্‌ফীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন যুদ্ধের খবরাখবর জানার জন্য আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, নিজেদের মতামতকে সন্দেহযুক্ত মনে করবে। আবূ জানদাল (রা)-এর ঘটনার দিন আমি আমাকে (আল্লাহ্‌র পথে) দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ আমি উপেক্ষা করতে পারলে উপেক্ষা করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্য আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যত যুদ্ধ করেছি তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি সমস্যা সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু কোন সমাধানের পথ আমাদের জানা নেই।

٣٨٧٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتٰى عَلَيَّ النَّبِيُّ (ص) زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِيْ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَاْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ اَيُّوْبُ : لاَ اَدْرِيْ بِاَيِّ هٰذَا بَدَاَ ـ

৩৮৭৬ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী (সা) আমার কাছে আসলেন। সে সময় আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমণ্ডলে পড়ছিল। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার মাথার এ উকুন তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি মাথা মুণ্ডিয়ে ফেল। আর এ জন্য তিন দিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াও অথবা একটি পশু কুরবানী কর। আইয়ুব (র) বলেন, এ তিনটির থেকে কোন্‌টির কথা আগে বলেছিলেন তা আমি জানি না।

٣٨٧٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ قَالَ وَكَانَتْ لِيْ وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلٰى وَجْهِيْ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَاْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ وَاُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَاْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ـ

৩৮৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম আবূ আবদুল্লাহ (র) ..... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে মুহরিম অবস্থায় আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে আটকে রেখেছিল। কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) বলেন, আমার কান পর্যন্ত মাথায় বাবরী চুল

banglainternet.com

ছিল। (মাথার চুল থেকে) উকুনগুলো আমার মুখমণ্ডলের উপর ঝরে ঝরে পড়ছিল। এ সময় নবী (সা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মাথার এ উকুনগুলো তোমাকে কি কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হল, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদইয়া আদায় করবে। (২ ঃ ১৯৬)

٢٢٠٠ . بَابُ قِصَّةُ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ

২২০০. অনুচ্ছেদ ঃ উক্‌ল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা

٣٨٧٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَتَكَلَّمُوْا بِالْاِسْلَامِ ، فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ رِيْفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ (ص) وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوْا اَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوْا فِيْ نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا عَلٰى حَالِهِمْ * قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَاَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ ، وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ وَاَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ

৩৮৭৮ আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) তাদেরকে বলেছেন, উক্‌ল এবং উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সা)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তারা নবী (সা)-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা দুগ্ধপানে অভ্যস্ত লোক, আমরা কৃষক নই। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের নিজেদের জন্য অনুকূল বলে মনে করল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে একজন রাখালসহ কতগুলো উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং ঐগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা যেতে যেতে হাররা নামক স্থানে পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যায়। এবং নবী (সা)-এর রাখাল (ইয়াসার)-কে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। নবী (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের অনুসন্ধানে তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন। (তাদের পাকড়াও করে আনা হলে) তিনি তাদের প্রতি কঠিন দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন। সাহাবীগণ লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চক্ষু উৎপাটিত করে দিলেন এবং তাদের হাত কেটে দিলেন। এরপর হাররা এলাকার এক প্রান্তে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তাদের এ অবস্থায়ই তারা মরে গেল। কাতাদা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর নবী (সা) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মুসলা থেকে বিরত রাখতেন। ওবা, আবান এবং হাম্মাদ (র) কাতাদা (র)

banglainternet.com

থেকে উরায়না গোত্রের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর ও আইয়ুব (র) আবূ কিলাবা (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উকল গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম (সা) -এর কাছে এসেছিল।

٣٨٧٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلٰى اَبِيْ قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوْا حَقٌّ قَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيْرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فَاَيْنَ حَدِيْثُ اَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّيْنَ قَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ اِيَّايَ حَدَّثَهُ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ اَبُوْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ مِنْ عُكْلٍ ذَكَرَ الْقِصَّةَ.

৩৮৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) ..... উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন তিনি লোকদের কাছে কাসামাত সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা এ কাসামা সম্পর্কে কি বল? তাঁরা বললেন, এটা সত্য এবং হক। আপনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং খলীফাগণ সকলেই কাসামাতের[১] নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবূ কিলাবা (র) উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আম্বাসা ইব্ন সাঈদ (র) বললেন, উরায়না গোত্র সম্পর্কে আনাস (রা)-এর হাদীসটি কোথায় এবং কে জানে? তখন আবূ কিলাবা (র) বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমার কাছেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। আর আবূ কিলাবা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠١ . بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْقَرَدِ وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِيْ اَغَارُوْا عَلٰى لِقَاحِ النَّبِيِّ (ص) قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلاَثٍ

২২০১. অনুচ্ছেদ ঃ যাতুল কারাদের যুদ্ধ। খায়বার যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে মুশরিকরা নবী (স) -এর দুগ্ধবতী উটগুলো লুট করে নেয়ার সময়ে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে

٣٨٨٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ يَقُوْلُ خَرَجْتُ قَبْلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالْاُوْلٰى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) تَرْعٰى بِذِيْ قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِيْ غُلاَمٌ لِعَبْدِ

banglainternet.com

১. কোন জনপদে কোন নিহত ব্যক্তির লাশ এবং হত্যার আলামত পাওয়া গেলে এবং হত্যাকারীকে নির্দিষ্ট করা না গেলে তখন ঐ জনপদের লোকদের মধ্য থেকে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করার জন্য যে শপথ নেয়া হয়ে থাকে তাকে কাসামা বলা হয়।

الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ اُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قُلْتُ مَنْ اَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَاَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِيْنَةِ ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلٰى وَجْهِيْ حَتّٰى اَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ اَخَذُوْا يَسْتَقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ اَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِيْ وَكُنْتُ رَامِيًا وَاَقُوْلُ : اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعْ وَارْتَجِزُ حَتّٰى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِيْنَ بُرْدَةً ، قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ (ص) وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ ، فَابْعَثْ اِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ مَلَكْتَ فَاَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى نَاقَتِهِ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ ـ

৩৮৮০। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) আমি ফজরের নামাযের আযানের পূর্বে (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুগ্ধবতী উটগুলোকে যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। সালমা (রা) বলেন, তখন আমার সাথে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাৎ হলো। সে বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুগ্ধবতী উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করেছে? সে বললো, গাতফানের লোকজন। তিনি বলেন, তখন আমি ইয়া সাবাহা বলে তিনবার উচ্চস্বরে চীৎকার দিলাম। আর মদীনার উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী সকল অধিবাসীর কানে আমার এ চীৎকার শুনিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতপদে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের (শত্রুদের) কাছে পৌঁছে গেলাম। এ সময়ে তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে আরম্ভ করেছিল। আমি ছিলাম একজন দক্ষ তীরন্দাজ, তাই তখন তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়া-এর পুত্র, আজকের দিনটি তোদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে উটগুলোকে কেড়ে নিলাম এবং সে সঙ্গে তাদের ত্রিশখানা চাদরও কেড়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর নবী (সা) ও অন্যান্য লোক সেখানে পৌঁছলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! কাফেলাটি পিপাসার্ত ছিলো, আমি তাদেরকে পানি পান করতেও দেইনি। আপনি এখনই এদের পিছু ধাওয়া করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি (তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে) সক্ষম হয়েছ, এখন একটু শান্ত হও। সালমা (রা) বলেন, এরপর আমরা (মদীনার দিকে) ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর উটনীর পেছনে বসালেন এবং এ অবস্থায় আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٢٢٠٢ . بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

২২০২. অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ

٣٨٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلّٰى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ

banglainternet.com

وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔

৩৮৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... সুওয়াইদ ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (সুওয়াইদ ইব্ন নু'মান) খায়বারের বছর নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। [সুওয়াইদ (রা) বলেন] যখন আমরা খায়বারের ঢালু এলাকার 'সাহ্বা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন নবী (সা) আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ছাতু ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই তিনি ছাতুগুলোকে গুলতে বললেন। ছাতুগুলোকে গুলানো হলো। এরপর (তা থেকে) তিনিও খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠে পড়লেন এবং কুল্লি করলেন। আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নতুন ওযূ না করেই নামায আদায় করলেন।

٣٨٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) اِلٰى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ اَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِالْقَوْمِ يَقُوْلُ :

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَتَصَدَّقْنَا وَلاَصَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اَبْقَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ هٰذَا السَّائِقُ؟ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلاَ اَمْتَعْتَنَا بِهٖ ، فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِيْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ؟ قَالُوْا عَلٰى لَحْمٍ ، قَالَ عَلٰى اَيِّ لَحْمٍ؟ قَالُوْا لَحْمُ حُمُرٍ اَنْسِيَّةٍ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهٖ سَاقَ يَهُوْدِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهٖ فَاَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا فَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ قَالَ مَالَكَ؟ قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ

banglainternet.com

اِصْبَعَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مُشَابِهَا مِثْلَهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ نَشَابِهَا ـ

৩৮৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .... সালমা ইব্ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলা পথ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় কাফেলার জনৈক ব্যক্তি আমির (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমির! তোমার সমর সঙ্গীত থেকে আমাদেরকে কিছু শোনাবে না কি? আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং সঙ্গীতের তালে তালে গোটা কাফেলা হাঁকিয়ে চললেন। সঙ্গীতে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনার তওফীক না হলে আমরা হেদায়েত লাভ করতাম না, সাদ্‌কা দিতাম না আর নামায আদায় করতাম না। তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন আপনার জন্য সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকবো। আর আমরা যখন শত্রুর মুকাবিলায় যাব তখন আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং আমাদের উপর 'সাকিনা' (শান্তি) বর্ষণ করুন। আমাদেরকে যখন (কুফরের দিকে) সজোরে আওয়াজে ডাকা হয় আমরা তখন তা প্রত্যাখ্যান করি। আর এ কারণে তারা চীৎকার দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লোক-লস্কর জমা করে। (কবিতাগুলো শুনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ সঙ্গীতের গায়ক কে? তাঁরা বললেন, আমির ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। কাফেলার একজন বললো ঃ হে আল্লাহ্র নবী! তার জন্য (শাহাদত) নিশ্চিত হয়ে গেলো। (আহ্) আমাদেরকে যদি তার কাছ থেকে আরো উপকার হাসিল করার সুযোগ দিতেন! এরপর আমরা এসে খায়বার পৌঁছলাম এবং তাদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক পর্যায়ে আমাদেরকে কঠিন ক্ষুধার জ্বালাও বরণ করতে হলো। কিন্তু পরেই মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানগণ (রান্নাবান্নার জন্য) অনেক আগুন জ্বালালেন। (তা দেখে) নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ সব কিসের আগুন? তোমরা কি পাকাচ্ছ? তারা জানালেন, গোশত পাকাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের গোশত? লোকজন উত্তর করলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। নবী (সা) বললেন, এগুলি ঢেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গোশ্তগুলো ঢেলে দিয়ে যদি পাত্রগুলো ধুয়ে নেই তাতে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, তাও করতে পার। এরপর যখন সবাই যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমির ইবনুল আকওয়া (রা)-এর তরবারীখানা ছিলো খাটো, তা দিয়ে তিনি জনৈক ইহুদীর পায়ের গোছায় আঘাত করলে তরবারীর তীক্ষ্ণ ভাগ ঘুরে গিয়ে তাঁর নিজের ঠিক হাঁটুতে লেগে পড়ে। তিনি এ আঘাতের কারণে মারা যান। সালমা ইব্নুল আকওয়া (রা) বলেন ঃ তারপর সব লোক খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু করলে এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বললেন, কি খবর? আমি বললাম ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। লোকজন ধারণা করছে যে, (স্বীয় হস্তের আঘাতে মারা যাওয়ার কারণে) আমির (রা)-এর আমল বাতিল হয়ে গিয়েছে। নবী (সা) বললেন, এ কথা যে বলেছে সে ভুল বলেছে। নবী (সা) তাঁর দু'টি আঙ্গুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বরং আমিরের রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। অবশ্যই সে একজন কর্মতৎপর ব্যক্তি ও আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ। তাঁর মত গুণসম্পন্ন আরবী খুব কমই আছে।

banglainternet.com

٢٨٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ (ص) اَتٰى خَيْبَرَ لَيْلاً وَكَانَ اِذَا اَتٰى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْبِهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

৩৮৮৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রিতে খায়বারে পৌঁছলেন। আর তাঁর নিয়ম ছিলো, তিনি যদি (কোন অভিযানে) কোন গোত্রের এলাকায় রাত্রিকালে গিয়ে পৌঁছতেন, তা হলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না (বরং অপেক্ষা করতেন)। ভোর হলে ইহুদীরা তাদের কৃষি সরঞ্জামাদি ও টুকরি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন (সসৈন্য) দেখতে পেলো, তখন তারা (ভীত হয়ে) বলতে লাগলো, মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। তখন নবী (সা) বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অশুভভাবে।

٣٨٨٤ اَخْبَرَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً فَخَرَجَ اَهْلُهَا بِالْمَسَاحِيْ فَلَمَّا بَصُرُوْا بِالنَّبِيِّ (ص) قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَاَصَبْنَا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَنَادٰى مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ ـ

৩৮৮৪ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রত্যূষে খায়বার এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তখন সেখানকার অধিবাসীরা কৃষি সরঞ্জামাদী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন নবী (সা)-কে দেখতে পেলো তখন বলতে শুরু করলো, মুহাম্মদ, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ তার সেনাদলসহ এসে পড়েছে। নবী (সা)(এ কথা শুনে) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌঁছি, তখন সেই সতর্ককৃত গোত্রের রাত পোহায় অশুভভাবে। [আনাস (রা) বলেন] এ যুদ্ধে আমরা (গনীমত হিসেবে) গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা পাকানোও হচ্ছিল)। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) তোমাদিগকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা নাপাক।

banglainternet.com

٣٨٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَ اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ

فَسَكَتَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَاِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ۔

৩৮৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো, (গনীমতের) গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুপ রইলেন। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসে বললো, গাধাগুলো খেয়ে ফেলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনো চুপ থাকলেন। লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো, গৃহপালিত গাধাগুলো খতম করে দেওয়া হচ্ছে। তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন, সে লোকজনের সামনে গিয়ে ঘোষণা দিলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণা শুনে) ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেয়া হলো। অথচ ডেকচিগুলোতে গাধার গোশ্ত তখন টগবগ করে ফুটছিল।

٣٨٨٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) الصُّبْحَ قَرِيْبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ (ص) الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ اِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ اِلَى النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَنْتَ قُلْتَ لِاَنَسٍ مَا اَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَاْسَهُ تَصْدِيْقًا لَهُ۔

৩৮৮৬ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যূষে সামান্য অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখনই কোন গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখনই সতর্ককৃত সেই গোত্রের সকাল হয় অশুভ রূপ নিয়ে। এ সময়ে খায়বার অধিবাসীরা (ভয়ে) বিভিন্ন অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করলো। নবী (সা) তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু (ও মহিলা)-দেরকে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়্যা [বিন্ত হুইয়াই (রা)] প্রথমে তিনি দাহইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সা) -এর অংশে বন্টিত হন। নবী (সা) তাঁকে আযাদ করত এই আযাদীকে মোহর ধার্য করেন (এবং বিবাহ করে নেন)। আবদুল আযীয ইবনু সুহায়ব (র) সাবিত (র)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! আপনি কি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, নবী (সা) তাঁর [সাফিয়্যা (রা)-এর] মোহর কি ধার্য করেছিলেন? তখন সাবিত (র) 'হাঁ'-সূচক ইঙ্গিত করে মাথা নাড়লেন।

banglainternet.com

٣٨٨٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِاَنَسٍ يَقُوْلُ سَبَى النَّبِيُّ (ص) صَفِيَّةَ فَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِاَنَسٍ مَا اَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَاَعْتَقَهَا۔

next part only on @ banglainternet.com